CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-258 ■ 19 June, 2026 ■ আগরতলা ১৯ জুন, ২০২৬ ইং ■ ৪ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

বিশ্বব্যাপী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবক এবং স্টার্টআপগুলিকে আহ্বান প্রধানমন্ত্রী মোদির

ভারতের সঙ্গে কাজ করুন

প্যারিস, ১৮ জুন (আইএএনএস) ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশ্বব্যাপী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবক এবং স্টার্টআপগুলিকে ভারতের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রতিভার ভাণ্ডার, সাশ্রয়ী ডেটা পরিষেবা, কম খরচের সবুজ জ্বালানি এবং উদ্ভাবন ও প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক নীতিগত পরিবেশ ভারতের অন্যতম শক্তি।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ইউরোপের বৃহত্তম প্রযুক্তি সম্মেলন ভিভাটেক ২০২৬-এর দশম সংস্করণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্রুত ডিজিটাল রূপান্তর এবং বেসরকারি উদ্যোগের প্রতি সরকারের শক্তিশালী সমর্থনের ফলে ভারত প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশের একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যবসায়িক নেতা, স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রযুক্তি অনুরাগীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে কাজ করুন এবং সবার জন্য উন্নয়ন নিশ্চিত করুন।

তিনি আরও বলেন, ভারত একটি উন্মুক্ত সমাজ এবং বিশ্বের বৃহত্তম প্রতিভার ভাণ্ডার। আমরা নিয়মকানুন আরও সহজ করছি এবং ব্যবসা পরিচালনার সুবিধা নিশ্চিত করছি। উদ্ভাবন থেকে বাণিজ্যিকীকরণ পর্যন্ত, ৫০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি লক্ষ্যভিত্তিক প্রণোদনার মাধ্যমে আমরা বেসরকারি উদ্যোগকে

সমর্থন করছি। ভারতের প্রযুক্তিগত সাফল্যের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশটি একটি বিশ্বমানের ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো গড়ে তুলেছে, যা বৃহৎ পরিসরে মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনছে। তিনি বলেন, গত এক দশকে ভারত প্রযুক্তিনির্ভর দ্রুত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। ডিজিটাল পেমেন্টের ক্ষেত্রেই দেখুন, আমাদের ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস বা ইউপিআই-এর কারণে বিশ্বের মোট রিয়েল-টাইম ডিজিটাল লেনদেনের অর্ধেক এখন ভারতে সম্পন্ন হয়। এখন ফ্রান্সেও, আইফেল টাওয়ার কিংবা প্যারিস বিমানবন্দরে ইউপিআই ব্যবহার করা যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী ডিজিলকার এবং পিএম গতি শক্তি-এর মতো প্ল্যাটফর্মের কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসনের মাধ্যমে এই উদ্যোগগুলি পরিষেবার সহজলভ্যতা বাড়িয়েছে এবং অবকাঠামো পরিকল্পনাকে আরও কার্যকর করেছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারত বিশ্বাস করে প্রযুক্তি সবার জন্য সহজলভ্য হওয়া উচিত এবং উদ্ভাবনের সুফল সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছানো প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, ২০২১ সালে যখন আমি ভিভাটেক ২০২১-এ বক্তব্য রেখেছিলাম, তখন বিশ্ব কোভিড-১৯-এর অভিঘাতের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাতে কলেজটিলায়, দিনে প্রধান ডাক ঘরে...

কলেজটিলায় পুলিশি অভিযান, ৭৪৯ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন ।। রাজধানীর কলেজ টিলা এলাকার অরুন্ধতী অ্যাপার্টমেন্টে আনুমানিক রাত ১২টায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কফ সিরাপ ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। অভিযানে ৭৪৯ বোতল ফেন্সিডিলসহ ধলাই জেলার এক যুবতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার গভীররাতে কলেজ টিলার অরুন্ধতী অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চলাকালীন একটি ফ্ল্যাট থেকে ৭৪৯ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকেই ধলাই জেলার বাসিন্দা ওই যুবতীকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে তাকে পশ্চিম আগরতলা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, উদ্ধার হওয়া ফেন্সিডিল একটি বৃহত্তর মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং মাদক কোথা থেকে আনা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা গ্লোবাল পাইনঅ্যাপল ফেস্টিভ্যাল ২০২৬

২৭—২৯ জুন নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে, কৃষিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন ।। ত্রিপুরা গ্লোবাল পাইনঅ্যাপল ফেস্টিভ্যাল ২০২৬ আগামী ২৭ থেকে ২৯ জুন নয়াদিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। এই আয়োজনের মাধ্যমে ত্রিপুরার খ্যাতিমান আনারস কে দেশের রাজধানীতে তুলে ধরা হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হল নম্বর ২-এ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথের সভাপতিত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, মুখ্য ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শিলংয়ে আজ গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালায় যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন ।। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা আগামীকাল ১৯ জুন থেকে মেঘালয়ের শিলংয়ে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী "উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এর সভাপতিত্বে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

কর্মশালায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা, উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব, নীতি আয়োগের উপদেষ্টা ও প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং ওয়ার্ল ব্যাংক-এর কর্মকর্তারা, পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বহিঃসহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির কার্যকর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কর্মশালার মাধ্যমে উন্নয়নমূলক চ্যালেঞ্জ, কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দেশের অন্যান্য রাজ্যের সফল উদ্যোগ ও উত্তম অনুশীলন নিয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এছাড়াও, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, রাজ্য সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় ও পারস্পরিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন, রাজ্যভিত্তিক অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি কার্যকর রোডম্যাপ প্রণয়ন করাও এই কর্মশালার অন্যতম লক্ষ্য।

টেট বাধ্যতামূলক প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি

প্রত্যাহারে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইল এবিআরএসএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ জুন ।। প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি বহাল রাখার ক্ষেত্রে টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) উত্তীর্ণ হওয়াকে বাধ্যতামূলক করার সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসকের মাধ্যমে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেছে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (এবিআরএসএম)-এর উত্তর জেলা টেট আন্দোলন কমিটি।

স্মারকলিপিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক এক রায়ের প্রেক্ষিতে ২০১০ সালের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত বহু প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরির নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। চাকরি বহাল রাখার জন্য টেট উত্তীর্ণ হওয়ার শর্ত আরোপের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ফের আগরতলার প্রধান ডাকঘরে বিপুল পরিমাণ এসকফ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন ।। ফের আগরতলার প্রধান ডাকঘর থেকে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় কফ সিরাপ 'এসকফ' উদ্ধার হওয়ায় রাজধানীজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বারবার ডাক বিভাগের পার্সেল পরিষেবাকে ব্যবহার করে মাদক পাচারের ঘটনা সামনে আসায় এই চক্রের কার্যকলাপ ও নেটওয়ার্ক নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

সূত্রের খবর, নিয়মিত তল্লাশি ও নজরদারির অংশ হিসেবে প্রধান ডাকঘরে সন্দেহজনক একটি পার্সেল পরীক্ষা করার সময় বিপুল পরিমাণ এসকফ উদ্ধার হয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, পার্সেলের মাধ্যমে রাজ্যের বাইরে অথবা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই নেশাজাতীয় সামগ্রী পাচারের পরিকল্পনা ছিল। উল্লেখ্য, এর আগেও আগরতলার প্রধান ডাকঘর থেকে একাধিকবার নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। ফলে ডাক পরিষেবাকে ব্যবহার করে সংঘবদ্ধ মাদক পাচারচক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। বিপুল পরিমাণ এসকফের বোতল উদ্ধার করেন তারা।

পুলিশের ধারণা, মাদক কারবারিরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজর এড়াতে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করছে এবং পার্সেল পরিষেবাকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা শুরু হয়। পুলিশ উদ্ধার হওয়া সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। পার্সেলটি কোথা থেকে পাঠানো হয়েছিল, কার নামে বুকিং করা হয়েছিল এবং এর প্রকৃত প্রাপক কে সেই সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে বৃহত্তর কোনো মাদক পাচার চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তাও অনুসন্ধান করা হচ্ছে। প্রয়োজনে ডাক বিভাগের সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হবে।

রাজধানীতে বারবার একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। মাদকবিরোধী মহলের দাবি, ডাকঘরসহ বিভিন্ন পরিবহন ও ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির সাংগঠনিক রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন ।। ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের সাংগঠনিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করা হয়েছে। দলের রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়-এর অনুমোদনে খোয়াই এবং সিপাহীজলা (দক্ষিণ) জেলার নতুন জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির পক্ষ থেকে জারি করা এক সাংগঠনিক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সমীর দাস-কে খোয়াই ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু অগ্নিদগ্ধা গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৮ জুন ।। বিশালগড় থানার ধ্বজনগর এলাকায় এক গৃহবধূর মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মরিয়ম বেগম নামে এক সন্তানের জননী গুরুতর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় চিকিৎসাধীন থাকার পর বৃহস্পতিবার জিবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে কর্মসূত্রে বিদেশে অবস্থানরত স্বামীর সঙ্গে পারিবারিক ও দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নিট পরীক্ষায় অনিয়ম ও শিক্ষা বেসরকারিকরণ, প্রতিবাদে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন ।। নিট পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ এবং সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে বুধবার আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সরকারি জমি দখলের অভিযোগে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন ।। রাজধানী আগরতলার পূর্ব শিবনগর এলাকার পি. এন. দেব রোড সংলগ্ন সরকারি জমি দখল করে বসবাস এবং স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পোয়াংবাড়ি ভিলেজে শরিকী সংঘাত চরমে

মথা-বিজেপির মধ্যে উত্তেজনা, পুলিশী হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন ।। দক্ষিণ ত্রিপুরার করবুক মহকুমার অন্তর্গত পোয়াংবাড়ি এডিসি ভিলেজে বৃহস্পতিবার তিপরা মথা পার্টি ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লেও পুলিশের দ্রুত হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ তিপরা মথা পার্টির কর্মী-সমর্থকরা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যান। দলের অভিযোগ, পোয়াংবাড়ি এলাকার বহু বাসিন্দা দীর্ঘদিন ধরে রেগা (এমজিএনআরইজিএ) প্রকল্পসহ বিভিন্ন সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। এই বিষয়গুলির প্রতিবাদ জানিয়ে এবং সমস্যাগুলির সমাধানের দাবিতে পঞ্চায়েত সচিব ও জিআরএস-এর কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়।

তিপরা মথা নেতৃত্বের দাবি, স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সময় বিজেপি কর্মীরা তাদের বাধা দিলে দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে চেলাগাং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবুল দাস বিশাল পুলিশ বাহিনী ও টিএসআর জওয়ানদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠক শুরু, মন্থনে উপস্থিত এম এ বেবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন ।। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে সিপিআইএম-এর রাজ্য কমিটির গুরুত্বপূর্ণ দু'দিনব্যাপী বৈঠক। রাজধানীর দশরথ দেব স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই বৈঠক। দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে এই বৈঠকে অংশ নিতে রাজ্যে পৌঁছেছেন সিপিআইএম-এর

সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি।

এছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য মোহাম্মদ সেলিম এবং শ্রীদীপ ভট্টাচার্য। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাঁশপুকুরে পুলিশের অভিযান

বিপুল পরিমাণ গাঁজা এসকফ ও দেশি বন্দুক উদ্ধার, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন ।। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল যাত্রাপুর থানার পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে থানাধীন বাঁশপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহরম আলীপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য এবং একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় আক্তার হোসেন (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

যাত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পার্থনাথ ভৌমিক জানান, বুধবার গভীর রাতে তাদের কাছে খবর আসে যে বাঁশপুকুরের মহরম আলীপাড়া এলাকার বাসিন্দা আক্তার হোসেনের বাড়িতে অবৈধভাবে মাদকদ্রব্য ও একটি আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রাখা হয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে ওসি পার্থনাথ ভৌমিকের নেতৃত্বে সাব-ইন্সপেক্টর বিজয় চক্রবর্তী, রুমি আক্তার, টিএসআর জওয়ান এবং থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের নিয়ে একটি দল অভিযান চালায়।

রাত প্রায় ৩টা নাগাদ অভিযুক্তের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে তার বসতঘর থেকে একটি প্লাস্টিকের ড্রামে রাখা ২০ কেজি ৫০০ গ্রাম ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

এমবিবি বিমানবন্দরে ১.৬৮ কোটি টাকা উদ্ধার, আটক দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন ।। মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) বিমানবন্দরে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিয়মিত নিরাপত্তা তল্লাশির সময় মহারাষ্ট্রের দুই যাত্রীর কাছ থেকে প্রায় ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ। ওই ঘটনার পর শুরু হয়েছে বহু সংস্থার যৌথ তদন্ত।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম দত্তাত্রয় ঠাকরাম বিরকার (৩৬) এবং সাজল সচিন দেবকর (২১)। তল্লাশির সময় তাদের লাগেজ থেকে নগদ ১,৬৮,২৭,০০০ টাকা উদ্ধার হয়। এরপর দুই অভিযুক্ত ও উদ্ধার হওয়া অর্থ আয়কর এবং কাস্টমস দপ্তরের আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পরবর্তী তদন্তের জন্য।

প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, ঘটনার পেছনে একটি বড়সড় নগদ অর্থ পাচার চক্র সক্রিয় থাকতে পারে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, জুন মাসের শুরু থেকেই দুই অভিযুক্ত একাধিকবার মহারাষ্ট্র থেকে আগরতলায় যাতায়াত করেছেন। অভিযোগ, তারা প্রতিবারই লাগেজ নিয়ে আগরতলায় এসে তা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে তুলে দিয়ে একই দিনে মহারাষ্ট্রে ফিরে যেতেন।

তদন্তে আরও একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। পুলিশ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 19-06-2026, 00:43

জাগরণ
আগরতলা, ১৯ জুন, ২০২৬ ইং
৪ আষাঢ়, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

নতুন সমীকরণ

ভারত-মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্ক বর্তমানে ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার ভিত্তিতে একটি নতুন এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সমীকরণের মধ্য দিয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এই নতুন সমীকরণকে আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে কৌশলগত বার্তা কোনো আনুষ্ঠানিক সামরিক চুক্তি বা জোট না থাকা সত্ত্বেও, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে, ভারতের ওপর কোনো আক্রমণ হইলে আমেরিকা পাশে থাকিবে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখিতে ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি একে অপরকে অপরিহার্য অংশীদার মনে করিতেছে।

বাণিজ্য ও শুল্ক নীতিতে সমঝোতা আমেরিকার নতুন শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত এবং বাণিজ্যিক জটিলতার কারণে বিগত সময়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কিছুটা টানাপোড়েন তৈরি হইয়াছিল। তবে বর্তমান সমীকরণে দুই দেশই একটি বড় বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করিবার দোরগোড়ায় রহিয়াছে। ট্রাম্প নরেন্দ্র মোদীকে একজন ''কঠিন আলোচক'' হিসেবে অভিহিত করিলেও, দিল্লিতে পরবর্তী দফার বৈঠকের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে দুই দেশই একমত।

জ্বালানি ও ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ইরান পরিস্থিতি এবং হরমুজ প্রণালীর অস্থিরতার কারণে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়িয়াছে। ভারত যেহেতু তাহার তেলের চাহিদার প্রায় ৯০ আমদানি করে, তাই এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সরবরাহ শৃঙ্খল ঠিক রাখিতে মার্কিন সহযোগিতা ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িলেও ভারত তাহার দীর্ঘদিনের ''কঠিন কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন'' নীতি বজায় রাখিতেছে। যেকোনো দ্বিপাক্ষিক সমীকরণে ভারত তাহার নিজস্ব অর্থনৈতিক ও জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়াছে, যাহা ওয়াশিংটনও মানিয়া নিতছে।বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক কেবল আবেগ বা আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নাই; বরং এটি পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বার্থ, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার এক বাস্তবমুখী ও পরিণত সমীকরণে রূপ নিয়াছে।

একদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্য, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিক্রিয়া সব মিলাইয়া এই বৈঠক কেবল আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডিতে আটকে থাকেনি, বরং ভবিষ্যতের কৌশলগত সম্পর্কের দিকনির্দেশও দিয়াছে।এই বৈঠকের সবচেয়ে আলোচিত দিক নিঃসন্দেহে ট্রাম্পের সেই মন্তব্য, যেখানে তিনি বলেন, ভারতের উপর কোনও আক্রমণ হলে আমেরিকা পাশে থাকিবে। যদিও দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক প্রতিরক্ষা জোট নাই, তবুও এই বক্তব্যকে হালকা করিয়া দেখার সুযোগ নাই। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন মৌখিক আশ্বাসও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। বিশেষ করিয়া বর্তমান বিশ্বে যখন আঞ্চলিক উত্তেজনা এবং শক্তির পুনর্বিন্যাস চলিতেছে, তখন এই ধরনের মন্তব্য ভারতের নিরাপত্তা ভাবনায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলিতে পারে।এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই আশ্বাস কেবল সামরিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি নয়, বরং রাজনৈতিক আস্থার প্রকাশ। ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ক গত কয়েক দশকে বহুমাত্রিক রূপ নিয়াছে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, জ্বালানি সব ক্ষেত্রেই সহযোগিতা বাড়িয়াছে। সাম্প্রতিক কিছু মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, এই বৈঠক দেখাইয়া দিল যে দুই দেশই সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়া যাইতে আগ্রহী।অন্যদিকে, ট্রাম্পের জি২ প্রসঙ্গও বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। আমেরিকা ও চিনকে কেন্দ্র করিয়া একটি সম্ভাব্য দ্বিপাক্ষিক শক্তির কাঠামোর ইঙ্গিত অনেকের মধ্যেই উদ্বেগ তৈরি করিয়াছে। তবে এটিকে শুধুমাত্র নেতিবাচকভাবে দেখিলে ভুল হইবে। বরং এই পরিস্থিতি ভারতকে নতুন সুযোগও করিয়া দিতে পারে। ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতি এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত শক্তি। ফলে, যে কোনও আন্তর্জাতিক সমীকরণে ভারতকে উপেক্ষা করা সহজ নয়। বরং এই ধরনের পরিবর্তন ভারতের কূটনৈতিক দক্ষতা ও ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে।জি৭ সম্মেলনে ভারতের উপস্থিতিও এই প্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ। স্থায়ী সদস্য না হইয়াও ভারত নিয়মিতভাবে এই মঞ্চে আমন্ত্রিত হইতেছে, যাহা তার আন্তর্জাতিক গুরুত্বের স্বীকৃতি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক প্রমাণ করে যে, ভারত এখন আন্তর্জাতিক আলোচনার এক অপরিহার্য অংশ।

এই বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হইয়াছে, যাহা ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করিয়া হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা ভারতের অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। বিশ্বের একটি বড় অংশের জ্বালানি সরবরাহ এই পথ দিয়া হয় এবং সেখানে কোনও অস্থিরতা দেখা দিলে তার প্রভাব ভারতের উপরও পড়ে। এই প্রেক্ষিতে, শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে ভারত যে সমর্থন করিতেছে, তাহা তার দায়িত্বশীল আন্তর্জাতিক ভূমিকারই প্রতিফলন। এছাড়া, সাম্প্রতিক সময়ের কিছু মতবিরোধ সত্ত্বেও ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক যে এখনও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে, এই বৈঠক তারই প্রমাণ। কূটনৈতিক সম্পর্কে উত্থান-পতন থাকিবেই, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হল দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য এবং পারস্পরিক স্বার্থের মিল। সেই জায়গা থেকে বিচার করিলে, এই বৈঠক ভবিষ্যতের জন্য আশাব্যঞ্জক।

সব মিলাইয়া, এই সাক্ষাৎ শুধু দুই নেতার মধ্যে কথোপকথন নয়, বরং এক পরিবর্তনশীল বিশ্বের মধ্যে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত। চ্যালেঞ্জ যেমন রহিয়াছে, তেমনি সুযোগও কম নয়। ভারত যদি তার কৌশলগত স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া এই সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়া যাইতে পারে, তবে তা শুধু দুই দেশের জন্য নয়, বরং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতার জন্যও ইতিবাচক হইবে।এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইল আত্মবিশ্বাস ও ভারসাম্য। ভারত সেই পথেই অগ্রসর হইতেছে বলিয়াই মনে হয়।

ঠান্ডা আনন্দের ইতিহাস

আইসক্রিম তৈরির প্রথম এবং প্রধান উপকরণ হল বরফ। তাই বরফ সম্পর্কে কিছু তো বলতেই হয়, না-হলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আজকের আলোচনা। আগেই বলেছি, আজ আমরা সহজেই ফ্রিজ খুলে বরফ বা আইসক্রিম পাই, কিন্তু একসময় বরফ ছিল অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। প্রাচীনকালে পারস্য, রোম কিংবা চিনে— শীতকালে পাহাড় থেকে বরফ সংগ্রহ করে বিশেষ গর্ত বা 'আইস হাউস'-এ জমিয়ে রাখা হত। গ্রীষ্মে সেই বরফ ব্যবহার করা হত রাজা-মহারাজাদের জন্য ঠান্ডা পানীয় বা ফলের শরবত বানাতে। এই বরফ সংগ্রহের কাজ অনেক সময় ক্রীতদাস বা নিম্নবর্গের শ্রমিকদের দিয়ে করানো হত। তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল একদিকে, অন্যদিকে সভ্যতার উচ্চস্তরে রাজকীয় বিলাসিতা। সমীর মণ্ডল

আইসক্রিম তৈরির প্রথম এবং প্রধান উপকরণ হল বরফ। তাই বরফ সম্পর্কে কিছু তো বলতেই হয়, না-হলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আজকের আলোচনা। আগেই বলেছি, আজ আমরা সহজেই ফ্রিজ খুলে বরফ বা আইসক্রিম পাই, কিন্তু একসময় বরফ ছিল অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। প্রাচীনকালে পারস্য, রোম কিংবা চিনে--- শীতকালে পাহাড় থেকে বরফ সংগ্রহ করে বিশেষ গর্ত বা 'আইস হাউস'-এ জমিয়ে রাখা হত। গ্রীষ্মে সেই বরফ ব্যবহার করা হত রাজা-মহারাজাদের জন্য ঠান্ডা পানীয় বা ফলের শরবত বানাতে। এই বরফ সংগ্রহের কাজ অনেক সময় ক্রীতদাস বা নিম্নবর্গের শ্রমিকদের দিয়ে করানো হত। তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল একদিকে, অন্যদিকে সভ্যতার উচ্চস্তরে রাজকীয় বিলাসিতা।

সমীর মণ্ডল--- এই গ্রীষ্মের দাবদাহে মন নিতে চাইছে ঠান্ডা মিষ্টি খাবারের স্বাদ। গরমের দিনে এক স্কুপ আইসক্রিম হাতে পেলে যেন জগৎ ঠান্ডা! বরফ দিয়ে ঠান্ডা মিষ্টি বানানোর প্রচলন বিশ্বের প্রায় সব সংস্কৃতিতে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। এই ঠান্ডা আনন্দের নেপথ্যে লুকিয়ে আছে বহু শতাব্দীর ইতিহাস, মানুষের শ্রম, আর বিস্ময়কর কৌশলের গল্প। ভারতের শঙ্কু-আকৃতির কুলফি থেকে শুরু করে তুরস্কের 'সালেপ দনদুরমা' পর্যন্ত।

১৫৯৫ সালের ফ্লোরেন্সের একটি ভোজসভার বিবরণ থেকে জানা যায়, সম্ভবত ইতালিতেই প্রথম আইসক্রিম, 'জেলাতো' তৈরি হয়েছিল। সেরা হাতে তৈরি জেলাতোতে কোনও বরফের কণা থাকে না, এবং এটা খুব বেশি মিষ্টি না-হয়ে, স্বাদ আর ক্রিমি ভাবের মধ্যে এক সুষম ভারসাম্য বজায় রাখে।

আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি, জর্জ ওয়াশিংটন, আইসক্রিম ভীষণ পছন্দ করতেন এবং এটা ছিল তাঁর প্রিয় ডেজার্ট। ১৭৮৪ সালে মাউন্ট ভার্ননে নিজের এস্টেটের জন্য তিনি একটি 'ক্রিম মেশিন ফর আইস' মানে আইসক্রিম তৈরির যন্ত্র কিনেছিলেন। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন, তিনি ১৭৯০ সালের গ্রীষ্মে আইসক্রিমের জন্য ২০০ মার্কিন ডলার ব্যয় করেছিলেন, যা সেই সময়ে এক বিশাল অঙ্কের খরচ। ওয়াশিংটন আইসক্রিম এতটা ভালোবাসতেন যে, তিনি আইসক্রিম তৈরির এবং পরিবেশের আলাদা সরঞ্জাম, চামচ এবং ছাঁচ ইত্যাদি কিনেছিলেন। তাঁর পত্নী মার্থা ওয়াশিংটন, প্রায়শই তাঁদের সাপ্তাহিক সোশাল বা আড্ডায় আইসক্রিম এবং লেমোনেড পরিবেশন করতেন।

জর্জ ওয়াশিংটনের আইসক্রিমের উপকরণ হিসেবে পোটোম্যাক নদী থেকে বরফ সংগ্রহ করে তা মাউন্ট ভার্ননের বিশেষ 'আইস হাউস'-এ সংরক্ষণ করা হত, এবং খামার থেকে সংগ্রহ করা হত দুধ ও ক্রিম। ওয়াশিংটনের সময়ে ডিমের কুসুম, ক্রিম এবং চিনি দিয়ে তৈরি চকোলেট আইসক্রিমের রেসিপিটি ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। প্রসঙ্গত, আইসক্রিম তৈরির সেই সময়ের সরঞ্জাম ও রেসিপি পরবর্তীতে আমেরিকায় আইসক্রিমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল।

ভারতেও বরফের ইতিহাস কম আকর্ষণীয় নয়। মুঘল আমলে হিমালয় থেকে বরফ আনা হত, আর তা দিয়ে ঠান্ডা শরবত বা মিষ্টান্ন তৈরি করা হত। পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে 'আইস ট্রেড' বা বরফ বাণিজ্য শুরু হয়। দূর দেশ থেকে জাহাজে করে বরফ আনা হত কলকাতা, মুম্বাইয়ের মতো শহরে। তখন বরফ ছিল এক আশ্চর্য বস্তু, যা ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের নাগালে আসে।

সাধারণ মানুষ, মানে, আপনার আমার নাগালের মধ্যে আইসক্রিম এসে গেল। আমার ব্যক্তিগতভাবে আইসক্রিমের সঙ্গে পরিচয় ৬০-৭০ বছর আগে অর্থাৎ, আমার গ্রাম্য জীবনের ছেলেবেলায়। সে আইসক্রিম ছিল চারকোনা, বাঁশের কাঠি লাগানো রঙিন আইসক্রিম। মিনিমাম আয়োজনে আসলে একটি মিষ্টি রঙিন বরফখণ্ড। সেগুলো থাকত একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে। বাক্সের ভেতরের দেওয়ালে থার্মোকিল বা ওই জাতীয় কিছু জিনিস লাগিয়ে ঠান্ডা সংরক্ষণের ব্যবস্থা। সাইকেলের পিছনের ক্যারিয়ারে বাঁধা। বাক্সের মধ্যে লাল-হলুদ-কমলা এমনকী, সবুজ রঙের আইসক্রিম। পরে অবশ্য সাদা রংয়ের আইসক্রিমও দেখেছিলাম সেগুলোকে বলা হত 'দুধের আইসক্রিম'। এই আইসক্রিম আমরা সচরাচর

কিনে খেতে পারতাম না শৈশবে। কারণ দুটো। এক, আমাদের পকেটে কোনও পয়সা থাকত না, তাই রাস্তাঘাটে আইসক্রিমওয়ালা দেখলেই সেটাকে কিনে খাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। আর দুই, দড়ি লাগানো যে প্যান্টগুলো পরতাম, সেই প্যান্টের পকেটই থাকত না। অপেক্ষাকৃত ধনী বাড়ির ছেলেমেয়েদের, অল্প হলেও পকেটে পয়সা থাকত। রাস্তায় আইসক্রিমওয়ালার কাছ থেকে আইসক্রিম কিনত। আমরা ওদের খাওয়াটা দেখতাম। সেটা দেখারও কিন্তু সুখ ছিল দারুণ।

রঙিন আইসক্রিম চুষলে মুহূর্তে খানিকটা জায়গার রং অনেকটা ফিকে হয়ে যেত। এইভাবে খেতে খেতে শেষের দিকে চলে আসলে প্রায় পুরোটাই ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে রংবিহীন হয়ে যেত। আর ভালো লাগত না। কাঠির নিচের দিকে গোড়ায় অল্প একটু-আধটু যখন লেগে আছে, তখন আমার বন্ধু বলত, 'খাবি?' আমি অতি উৎসাহে সেটাকে সন্তর্পণে ধরতে যেতাম। ধরার আগে মনে হত, এটা বোধহয় ভীষণ ঠান্ডা, তাই অতি সাবধানে কাঠিটা ওর আঙুল থেকে আমার আঙুলে নিয়ে আসার মধ্যে ছোট্ট করে জমে থাকা যে বরফের অংশটা কাঠির নিচের দিকে ছিল, সেটা টুক করে খসে পড়ে যেত নিচের মাটিতে, ধুলোয়। খাওয়া হল না সেবারের মতো আইসক্রিম! খাওয়া হল না-বলে খুব দুঃখও হত না। আর এই ঘটনা আপনাদের প্রত্যেকেরই জীবনে একদিন-না-একদিন করাল। বাবা বাড়িসুদ্ধু সবার জন্য আইসক্রিম কিনল, এমনকী, নিজের জন্যও। বাবাকে আইসক্রিম খেতে দেখে সেদিন কেন জানি না হাসি পাচ্ছিল।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। আইসক্রিমওয়ালা তার বাক্স থেকে আইসক্রিম সন্তর্পণে বের করে, কাঠিটা আমাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়াতে এত মনোযোগ দিচ্ছিল যে, আমাদের বাড়ির লোকজনের চেহারা বা মুখ তেমন দেখছিল না। আর একটা জিনিস লক্ষ করলাম, কখনও একটা কাঠি ধরে আইসক্রিম তুলতে গিয়ে দেখতাম তার গায়ে জুড়ে আছে আর একটা। ওর কাছে একটা ছোট্ট ছুরি থাকত বাক্সের মধ্যে, সেটার ডগা দিয়ে দুটো আইসক্রিমের মাঝখানে ঢুকিয়ে একটু চাপ দিতেই টুক করে দুটো আইসক্রিম আলাদা হয়ে যেত। কিছুক্ষণ পরে বাবার মুখের দিকে তাকাল ওই যুবক আইসক্রিমওয়ালা। তারপরে টিপ করে পায়ে হাত দিয়ে বাবাকে প্রণাম করল। বাবা বসেছিল উঠোনে খালি গায়ে। 'স্যর, আমি গোবিন্দ, নিত্যানন্দকাটি স্কুলে আমি আপনার ছাত্র ছিলাম', বলল ও। প্রাইমারি স্কুলের ছোট্ট শিশুটি থেকে এখনকার ওই ২৫-২৬-এর চেহারায় বাবা তাকে চিনতে পারেনি। ও বাবাকে চিনেছিল। পড়াশোনা বেশি এগয়নি, তাই যা কাজ পায়, তা-ই করে। এখন আইসক্রিম বিক্রি। সেদিন ও আইসক্রিমের পয়সা নিতে চাইছিল না, বাবা জোর করে দিয়েছিল। বলেছিল, ওইটুকু তো তোমার রোজগার। আর একটা ব্যাপার ঘটল। বাবা ওকে বলল, 'সামনের রবিবারে তুমি আমাদের বাড়িতে এসো, আর খেয়ে যেও দুপুরবেলা, সেদিন তোমার গল্প শুনব।' ও মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলেছিল।

পরের রবিবার গোবিন্দ ঠিক এসেছিল। সেদিন ওর পরনে ছিল পরিষ্কার সাদা পাজামা আর ফুলশার্ট। আর হাতে ছিল ছোট্ট একটা হলুদ রঙের কাঠের বাক্স, তার ওপরে লোহার ব্র্যাকেটের মতো হ্যান্ডেলে গোল কাঠের ধরার জায়গা--- সেটা আবার ঘোরে। সেই বাক্সটার মধ্যে ছিল ১০টা সুন্দর দুধের আইসক্রিম, রঙিন আইসক্রিমের চেয়ে যেগুলোর ডবল দাম! সেই আইসক্রিমগুলো ও এনেছে আমাদের জন্য, যেমন কারও বাড়িতে এলে কেউ হাতে কিছু নিয়ে আসে। বিধাতার কী ইচ্ছে, ওই আমাদের গ্রামের বাড়িতেই, লটারির মতো রাশি রাশি আইসক্রিম। এমন ভাগ্য আর ক'জনার হয় বলুন! এ-একেবারে জর্জ ওয়াশিংটনের ভাগ্যের মতোই! গত শতাব্দীর ছয়ের দশকের সেই কাঠি আইসক্রিমের সময় থেকে শতাব্দীটাও পেরলাম। এই সময়ের মধ্যে কত না আইসক্রিম এবং ঠান্ডা পানীয় আর বরফের ব্যবহার দেখলাম। দেশে-বিদেশে কত রকম যে ঠান্ডা খাদ্য এবং পানীয় উপভোগ করেছি, তা বলে শেষ করা যাবে না। এখন সবাই হাতেনাতে একেবারে বাড়িতেই তৈরি করছে বিভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন চেহারার বিভিন্ন রকমের আইসক্রিম। মানুষের ঠান্ডাতে বোধহয় একঘেয়েমি এসে গিয়েছে। এখন তো ফ্রিজ খুললে সবই ঠান্ডা। মানুষের কোনও কিছুই বেশিক্ষণ পছন্দ হয় না। শান্তি নেই। শেষ পর্যন্ত আইসক্রিমকে উল্টে গরম করে খাওয়ার শখ হল। জার্মানিতে দেখেছি একটা রেস্তোরাঁয় সেই শখ মেটাতে তারা তৈরি করছিল, 'ফ্রায়েড আইসক্রিম'। সেই আইসক্রিম ভাজা আমিও খেলাম। অবিশ্বাস্য জিনিসটার তৈরির পদ্ধতিও জেনে নিলাম। থার্মোডাইনামিক্স নীতি এবং চরম পরিস্থিতিতে পদার্থের আচরণের এ-এক অদ্ভুত প্রমাণ, ওই আইসক্রিম ভাজা। রহস্যটি লুকিয়ে আছে আইসক্রিমটিকে অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় 'ফ্ল্যাশ-ফ্রিজ' করার মধ্যে। এর পর এটাকে ব্যাটারের একটি সুরক্ষার আবরণে মুড়ে ফুটন্ত তেলে খুব অল্প সময়ের জন্য ডুবিয়ে ভাজা হয়। ফ্ল্যাশ-ফ্রিজিং প্রক্রিয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। আইসক্রিমটিকে দ্রুত ঠান্ডা করে অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় নিয়ে আসার ফলে এর ভিতরের জলের অণুগুলো ছোট ছোট বরফের স্ফটিক বা দানা তৈরি করে। এই ক্ষুদ্র স্ফটিকগুলো আইসক্রিমের কাঠামোগত অখণ্ডতা বজায় রাখতে সাহায্য করে, বিশেষ করে ফুটন্ত তেলের তীব্র উত্তাপের সংস্পর্শে এসেও।

আইসক্রিম তৈরির প্রথম এবং প্রধান উপকরণ হল বরফ। তাই বরফ সম্পর্কে কিছু তো বলতেই হয়, না-হলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আজকের আলোচনা।

আগেই বলেছি, আজ আমরা সহজেই ফ্রিজ খুলে বরফ বা আইসক্রিম পাই, কিন্তু একসময় বরফ ছিল অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। প্রাচীনকালে পারস্য, রোম কিংবা চিনে--- শীতকালে পাহাড় থেকে বরফ সংগ্রহ করে বিশেষ গর্ত বা 'আইস হাউস'-এ জমিয়ে রাখা হত। গ্রীষ্মে সেই বরফ ব্যবহার করা হত রাজা-মহারাজাদের জন্য ঠান্ডা পানীয় বা ফলের শরবত বানাতে। এই বরফ সংগ্রহের কাজ অনেক সময় ক্রীতদাস বা নিম্নবর্গের শ্রমিকদের দিয়ে করানো হত। তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল একদিকে, অন্যদিকে সভ্যতার উচ্চস্তরে রাজকীয় বিলাসিতা। এই লেখার রসদ খুঁজতে ইউটিউবে বরফ নিয়ে বেশ কয়েকটা ভালো ডকুমেন্টারি ফিল্ম আছে দেখলাম। পৃথিবীর এক জায়গা থেকে বরফ কেটে নিয়ে অন্য জায়গায় কখনও ট্রেনে, কখনও বা জাহাজে বহু দূরে কীভাবে সেগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে তার দারুণ ফিল্মিং! যাত্রাপথে বরফের গলন থেকে বাঁচার ব্যবস্থা আর বিশাল দূরত্ব অতিক্রম যেন পৃথিবীর নতুন মানচিত্র সৃষ্টি। যার তৈরি দেখে অবাক হতে হয়। ইউটিউব ঘাঁটলে আপনি বরফ সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো ফিল্ম পাবেন। তার মধ্যে একটা অন্তত দেখার অনুরোধ রইল, 'আইস কিং' অর্থাৎ 'বরফ-সম্রাট'। কিন্তু কে এই বরফ-সম্রাট? ফ্রেডরিক টিউডর (১৭৮৩-১৮৬৪) ছিলেন একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী, বাস্তব জীবনের 'বরফ-সম্রাট', বোস্টনের এক উদ্যোক্তা এবং সত্যিকারের আন্তর্জাতিক বরফ বাণিজ্যের পথপ্রদর্শক। যিনি উনিশ শতকের শুরুর দিকে নিউ ইংল্যান্ডের লেকগুলো থেকে বরফ সংগ্রহ করে, তা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে রফতানি করার মাধ্যমে এই শিল্পে এক বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটালেন! শুরুর দিকে কিঞ্চিৎ উপহাস ও বিদ্রুপের শিকার হওয়া সত্ত্বেও, তিনি বরফের ব্যবসায় বিশ্বব্যাপী একচেটিয়া আধিপত্য গড়ে তুলেছিলেন। ঠান্ডা খাদ্য, পানীয়, খাদ্য সংরক্ষণ, ককটেল ও অন্যান্য বস্তুর ঠান্ডাকরণের কাজ, এমনকী, চিকিৎসার ক্ষেত্রে বরফকে একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় গৃহস্থালি পণ্যে পরিণত করেছিলেন। শুরুতে কাজটা মোটেই সহজ হয়নি, নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। ব্যাপক বরফ গলে যাওয়া, সংরক্ষণের অভাব এবং উচ্চ ব্যয়ের কারণে প্রথমদিকের প্রচেষ্টাগুলোর অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি হাল ছাড়েননি। সেটাই তাঁকে একজন দুঃসাহসী হিসেবে খ্যাতি এনে দেয়। উষ্ণ জলবায়ুতে বরফ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ বরফঘর তৈরি করেন টিউডর। হাভানা, ভারতের কলকাতা, বোম্বে এবং নিউ অরলিন্সের মতো জায়গায় এর চাহিদা তৈরি করেন। তিনি একটি বিলাসবহুল পণ্যকে অত্যাবশ্যকীয় বস্তুতে রূপান্তরিত করেন এবং অত্যন্ত ধনী হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত যা আধুনিক রেফ্রিজারেশনের পথ প্রশস্ত করে।

১৮৩৩ সালের ১২ মে, 'টাস্কানি' নামক জাহাজটি ১৮০ টন বরফ নিয়ে বোস্টন থেকে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করে। ৬ সেপ্টেম্বর যখন জাহাজটি কলকাতায় নোঙর করে, তখনও এর ভিতরে ১০০ টন বরফ ছিল। জড়ো হওয়া লোকেরা বিশাল বরফের খণ্ডগুলো নামানোর সময় দেখে বিস্ময়ে হতবাক! কলকাতা এর আগে এমন বরফ দেখেনি। 'শীতলতার স্ফটিক খণ্ড'! একজন স্থানীয় ব্যক্তি বরফ ছুঁয়ে দেখতে এগিয়ে গিয়ে ভেবেছিল যে, সে পুড়ে গিয়েছে, যা অন্য দর্শকদের বেশ আতঙ্কিত করে তুলেছিল। আর একজন তো জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসাই করেছিল যে, আমেরিকায় গাছে বরফ জন্মায় কি না!

এরপর ভারতে আমেরিকান বরফের রপ্তানি ফুলেফেঁপে ওঠে। সেই সময়ে অন্যান্য জাতের বরফের তুলনায় এই ধরনের বরফকে বিশুদ্ধ বলে মনে করা হত। উদাহরণস্বরূপ, ওয়েনহ্যাম হ্রদ থেকে কাটা বরফের বিশুদ্ধতা, যা লন্ডনে পাঠানো হয়েছিল, মাইকেল ফ্যারাডের মতো সমসাময়িক বিজ্ঞানীকেও মুগ্ধ করেছিল। যিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, এই বরফ ধীরে ধীরে গলে যায় কারণ এতে লবণ এবং বায়ুর বুদ্বুদ থাকে না। পরবর্তী তিন দশকে কলকাতা এবং অন্যান্য শহরগুলো টিউডরের সবচেয়ে লাভজনক গন্তব্যে পরিণত হয়, যা তাঁকে বিপুল মুনাফা এনে দেয় এবং তিনি হয়ে ওঠেন বহু কোটিপতি।

ঠান্ডা খাদ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে উনিশ শতকের শেষভাগে, যখন যান্ত্রিক রেফ্রিজারেশন প্রযুক্তির আবিষ্কার হয়। এর ফলে কৃত্রিমভাবে বরফ তৈরি করা সম্ভব হয়, এবং আইসক্রিম উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। শিল্পায়নের ফলে আইসক্রিম আর অভিজাতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না-থেকে চলে আসে সাধারণ মানুষের খাদ্যতালিকায়। বিশ শতকে ফ্রিজ ও ফ্রিজার আবিষ্কারের মাধ্যমে ঠান্ডা খাদ্য সংরক্ষণ সহজ ও সুলভ হয়ে ওঠে।

অতএব ঠান্ডা খাদ্য ও আইসক্রিমের ইতিহাস শুধুমাত্র খাদ্যের বিবর্তনের ইতিহাস নয়, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পাহাড় থেকে সংগৃহীত প্রাকৃতিক বরফ থেকে শুরু করে আধুনিক রেফ্রিজারেশন প্রযুক্তি। এই দীর্ঘ যাত্রা মানবসভ্যতার অগ্রগতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বর্ডার গোলচক্করের বাজারের সীমান্তবর্তী রাস্তা পরিদর্শনে মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

‘কেরল স্টোরি ২’-এর শিরোনাম নিয়ে বিতর্ক প্রযোজককে নোটিস কেরল হাইকোর্টের

কোচি, ১৮ জুন (আইএএনএস): ‘কেরল স্টোরি ২: গোজ বিয়ন্ড’ ছবির শিরোনাম থেকে ‘কেরল’ শব্দটি বাদ দেওয়ার দাবি এবং ছবিটির সেন্সর শংসাপত্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় প্রযোজক বিপুল অমৃতলাল শাহকে জরুরি নোটিস জারি করল কেরল হাইকোর্ট।

বৃহস্পতিবার বিচারপতি পি. ভি. কুনহিকৃষ্ণনের একক বেঞ্চ মামলার শুনানিতে প্রশ্ন তোলে, ছবিটি ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছে এবং বহু মানুষ তা দেখে ফেলেছেন। সেই পরিস্থিতিতে এই আবেদন কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে কি না, তা বিবেচনার বিষয়।

তবে আবেদনকারীর আইনজীবী আদালতকে জানান, ছবিটি বর্তমানে ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও উপলব্ধ রয়েছে। ফলে বিষয়টি এখনও প্রাসঙ্গিক এবং মামলার গুরুত্ব বজায় রয়েছে। এই যুক্তি গ্রহণ করে আদালত মামলাটি বিবেচনায় নিতে সম্মত হয়।

আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করে যে, কোনও ছবিকে দেওয়া সেন্সর শংসাপত্রকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার মতো আবেদন আইনত গ্রহণযোগ্য কি না, সেই প্রশ্ন চূড়ান্ত শুনানির সময় খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

আবেদনকারীর অভিযোগ, ছবিটির বিষয়বস্তু কেরলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে এবং সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করার সম্ভাবনা তৈরি করছে। সেই কারণে ছবিটিকে দেওয়া শংসাপত্রের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

আবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, ছবির বিষয়বস্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানো, জাতীয় সংহতির পরিপন্থী কার্যকলাপ এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার মতো অপরাধের আওতায় পড়তে পারে। এ বিষয়ে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) সংশ্লিষ্ট ধারার উল্লেখও করা হয়েছে।

মামলায় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ছবিটি প্রদর্শনের কারণে জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডকেও পক্ষভুক্ত করার আবেদন জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ছবিটি গত ১ মে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পায়।

আবেদনকারী অতিরিক্ত নথিও আদালতে জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের অভিযোগ নিষ্পত্তি আধিকারিককে পাঠানো ই-মেল এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কিছু স্ক্রিনশট, যেখানে দাবি করা হয়েছে যে ছবিটিকে বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে এবং কেরলের বাসিন্দা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট বয়ান প্রচারে ব্যবহার করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ছবিটির মুক্তি ঘিরে এর আগেও আইনি লড়াই হয়েছিল। বিচারপতি বেচু কুরিয়ান থমাস একসময় এই মামলার শুনানি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। পরে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ছবির মুক্তির ওপর জারি হওয়া অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করলে ছবিটি মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।

পরবর্তীতে এ-সংক্রান্ত একাধিক আবেদন খারিজ হয়ে যায় এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রযোজকের দায়ের করা কয়েকটি আপিলও হাইকোর্ট অকার্যকর বলে খারিজ করে দেয়।

তবে সেই সময় ডিভিশন বেঞ্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি প্রশ্ন খোলা রেখেছিল। সেটি হল, কোনও ছবি কোনও রাজ্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে এই অভিযোগে কোনও ব্যক্তিগত আবেদনকারী সেন্সর শংসাপত্রকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন কি না।

এই নতুন আবেদনের শুনানির মাধ্যমে সেই প্রশ্নগুলিও ফের আলোচনায় আসতে চলেছে। এদিকে, ছবিটি এখনও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রদর্শিত হচ্ছে।

কেরলে আন্তর্জাতিক অঙ্গপাচার চক্রের তদন্তে তৎপর ইডি, হাসপাতাল-সহ একাধিক স্থানে তল্লাশি

কোচি, ১৮ জুন (আইএএনএস): কেরলকে কেন্দ্র করে পরিচালিত আন্তর্জাতিক অঙ্গপাচার চক্রের অভিযোগে তদন্ত আরও জোরদার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বৃহস্পতিবার সংস্থার আধিকারিকরা একযোগে কোচির বেসরকারি হাসপাতাল-সহ পাঁচটি স্থানে তল্লাশি চালান।

অর্থপাচার সংক্রান্ত তদন্তের অংশ হিসেবেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযোগ, একটি সংঘবদ্ধ চক্র দালালদের মাধ্যমে অঙ্গদাতা ও গ্রহীতাদের সংযুক্ত করে বেআইনি অঙ্গ প্রতিস্থাপন বাণিজ্য পরিচালনা করছিল।

ইডির বিভিন্ন দল বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই রাজ্যের একাধিক স্থানে একযোগে তল্লাশি শুরু করে। কোচির একটি কর্পোরেট হাসপাতালের পাশাপাশি রাজ্যের আরও কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালানো হয়।

কোল্লামে এক মহিলার বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। তদন্তকারীদের সন্দেহ, তিনি এই চক্রের অন্যতম মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেন।

এছাড়া অভিযুক্তদের আরও কয়েকজনের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কাসারগোড়ের এক বাসিন্দা, যিনি গত মাসে উত্তরপ্রদেশে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন, এবং তাঁর এক সহযোগী।

তল্লাশি চলাকালীন উদ্ধার হওয়া আর্থিক নথি, ডিজিটাল রেকর্ড, বিল-ভাউচার এবং অন্যান্য নথিপত্র খতিয়ে দেখছে ইডি। তদন্তকারীদের ধারণা, অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিপুল অঙ্কের কমিশন লেনদেন হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত চক্রটি অঙ্গদাতা ও গ্রহীতাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা পরীক্ষার ব্যবস্থার বিনিময়ে কমিশন আদায় করত।

এই লেনদেনের অর্থ অভিযুক্তদের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর আওতায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ইডি। সংস্থার দাবি, অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে এই চক্র বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ উপার্জন করেছে।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে যে, অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া সহজ করতে একাধিক জাল নথি ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে।

ইডি খতিয়ে দেখছে, হাসপাতালের জাল লেটারহেড, ভুয়ো পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট এবং জনপ্রতিনিধি ও শীর্ষ সরকারি আধিকারিকদের নকল স্বাক্ষরযুক্ত সুপারিশপত্র তৈরি করে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না।

এছাড়াও, কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত অঙ্গ প্রতিস্থাপন ব্যবস্থার যাচাই প্রক্রিয়া কীভাবে এই ধরনের নথির মাধ্যমে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে, সেটিও তদন্তের আওতায় রয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসক এবং মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

রাজ্যপাল সমান্তরাল প্রশাসন চালানোর চেষ্টা করছেন: পিনারাই বিজয়ন

তিরুবনন্তপুরম, ১৮ জুন (আইএএনএস): কেরলের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআই(এম) নেতা পিনারাই বিজয়ন। তাঁর অভিযোগ, সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক ডেকে রাজ্যপাল কার্যত সমান্তরাল প্রশাসন চালানোর চেষ্টা করছেন।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে রাজ্যপালের বৈঠক ডাকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিজয়ন বলেন, এই পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক রীতি ও সাংবিধানিক প্রথার পরিপন্থী।

তিনি বলেন, “এটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। রাজ্যপাল ধীরে ধীরে সমান্তরাল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করছেন, যা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।” একই সঙ্গে তিনি নতুন সরকারের নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

বিজয়নের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের মর্যাদা ও ক্ষমতা রক্ষা করা মুখ্যমন্ত্রী ভি.ডি. সতীশনের দায়িত্ব এবং এ বিষয়ে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করা উচিত।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, ২০২৪ সালে তৎকালীন রাজ্যপাল যখন মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের প্রধানের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছিলেন, তখন বাম সরকার তার তীব্র বিরোধিতা করেছিল।

এছাড়াও কেন্দ্রের পিএম-শ্রী শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েও ইউডিএফ সরকারের সমালোচনা করেন বিজয়ন। তাঁর দাবি, কংগ্রেস ও ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল) অতীতে এই প্রকল্প নিয়ে অযথা বিতর্ক তৈরি করেছিল।

বিজয়ন বলেন, সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পের তহবিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পূর্ববর্তী বাম সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছিল, কিন্তু পরে সেই চুক্তি স্থগিত রাখা হয়।

তাঁর মতে, কোনও প্রকল্পের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করলেই তা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে ধরা যায় না। উদাহরণ হিসেবে তিনি পঞ্জাবের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে চুক্তি স্বাক্ষরের নয় মাস পর পিএম-শ্রী প্রকল্প থেকে সরে আসা হয়েছিল।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, আগে বিরোধিতা করার পর এখন কেন ইউডিএফ সরকার ওই প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে, তার ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত।

পিএম-শ্রী প্রকল্পের আওতায় কেরল অর্থ পেয়েছে বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তাও খারিজ করেন বিজয়ন। তাঁর বক্তব্য, যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে তা আসলে সমগ্র শিক্ষা কর্মসূচির অধীনেই দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। সংক্রামক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সময়ে ওষুধ ও স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিজয়ন। তাঁর দাবি, পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নির্বাচিত প্রায় ৪০০ চিকিৎসক এখনও নিয়োগের অপেক্ষায় রয়েছেন।

গবাদিপশুর মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫০ হাজার টাকার বীমা চেক পেলেন ভোক্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৮ জুন : গবাদিপশু বীমা প্রকল্পের আওতায় গরুর মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫০ হাজার টাকার বীমা চেক তুলে দেওয়া হলো বক্সনগরের এক উপভোক্তার হাতে। বুধবার বক্সনগর সুশাসন মেলার মঞ্চে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই চেক প্রদান করা হয়।

জানা গেছে, বক্সনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত মধ্য বক্সনগর এলাকার বাসিন্দা রেহেনা খাতুনের একটি দুগ্ধবতী গাভীর বীমা করা হয়েছিল। প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে এবং ভারতীয় কৃষি বীমা কোম্পানির সহায়তায় ২০২৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি গাভীটির দুই বছরের জন্য বীমা করা হয়। বীমার মোট মূল্য নির্ধারণ করা হয় ৫০ হাজার টাকা।

সূত্রের খবর, বীমার জন্য উপভোক্তাকে দুই বছরের জন্যে মাত্র ৪৯৫ টাকা প্রিমিয়াম দিতে হয়েছিল। বাকি অর্থ সরকারি ভর্তুকির মাধ্যমে বহন করা হয়। কিন্তু চলতি বছরের মার্চ মাসের শেষদিকে গাভীটির মৃত্যু হলে বীমা সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়।

সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উপভোক্তা রেহেনা খাতুনকে ৫০ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। এদিন এলাকার বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন, ভারতীয় কৃষি বীমা কোম্পানির কর্মকর্তা মন্টি দত্ত, বক্সনগর ব্লকের বিডিও সঞ্জীব কুমার পাল এবং প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের চিকিৎসক ডা. শুলাংকি সরকার উপস্থিত থেকে উপভোক্তার হাতে চেক তুলে দেন।

চেক গ্রহণের পর রেহেনা খাতুন সরকারের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, গরিব ও প্রান্তিক পশুপালকদের জন্য গবাদিপশুর বীমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবাদিপশুর অকাল মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিবারকে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, গবাদিপশু বীমা প্রকল্পের মাধ্যমে পশুপালকদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি চালু রয়েছে। তারা সকল পশুপালককে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ও অন্যান্য গবাদিপশুর বীমা করার আহ্বান জানান।

মনু নদীর ভাঙন রোধে নির্মিত ব্লকে অনিয়মের অভিযোগ, আতঙ্কে সুকান্ত কলোনির বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ জুন : ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্ত কলোনি এলাকায় মনু নদীর ভাঙন রোধে নির্মিত ব্লক প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীর দাবি, নিম্নমানের কাজ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্লক নির্মাণ না হওয়ায় আসন্ন বর্ষায় প্রায় দেড়শো পরিবারের বসতবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নদীভাঙন রোধে বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের পক্ষ থেকে ব্লক নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও কাজের গুণগত মান নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। তাদের দাবি, প্রকল্পের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়নি এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্লকও নির্মাণ করা হয়নি।

এলাকাবাসীরা আরও অভিযোগ করেন, কাজ চলাকালীন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পর্যাপ্ত তদারকি ছিল না। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার দপ্তরের আধিকারিক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অবগত করা হলেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে দাবি তাদের।

বর্তমানে মনু নদীর ভাঙন বসতবাড়ির খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ায় সুকান্ত কলোনির বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এলাকাবাসীরা প্রকল্পের কাজের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি দ্রুত নদীভাঙন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা অভিযুক্ত ঠিকাদারদের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অভিযোগগুলোর সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

গবেষণামূলক কাজের জন্য এনইজেডসিসি-র আবেদনপত্র আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: উত্তর-পূর্ব আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অধীনে গবেষণামূলক কাজ করার জন্য এনইজেডসিসি-র পক্ষ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। গবেষণার বিষয় হবে উত্তরপূর্ব রাজ্যের যেমন, অরুণাচলপ্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম এবং ত্রিপুরার ফোক এন্ড ট্রাইবেল মিউজিক এন্ড ড্যান্সেস এন্ড ভেনেসিং আর্টস ফর্মস।এনইজেডসিসি-র পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, এই রাজ্যগুলিতে বসবাসকারী আদিবাসী ভারতীয় নাগরিকগণ আবেদন করতে পারবেন। এনইজেডসিসি- এর গঠিত বিশেষজ্ঞদের প্যানেল আবেদনকারীর প্রকল্প অনুমোদন করবেন। আবেদনপত্র এবং বিস্তারিত তথ্য স্ব স্ব রাজ্যের সংস্কৃতি দপ্তর থেকে অথবা ডিমাপুরস্থিত এনইজেডসিসি-র সদর কার্যালয় এবং গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়িস্থিত শিল্পগ্রাম থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট, ২০২৬।

ভবিষ্যতের চাকরির বাজারে সেমিকন্ডাক্টর এআই ও গ্রিন এনার্জির গুরুত্ব বাড়বে যুবসমাজকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান হিমন্তের

গুয়াহাটি, ১৮ জুন (আইএএনএস): অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বৃহস্পতিবার রাজ্যের ছাত্রছাত্রী এবং চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের সুযোগের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সেমিকন্ডাক্টর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), গ্রিন এনার্জি এবং অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিং আগামী দিনে অসমের চাকরির বাজারকে নতুন দিশা দেখাবে।সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে সম্প্রতি উচ্চমাধ্যমিক (ক্লাস ১২) পরীক্ষার ফলপ্রকাশের পর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্যারিয়ার পরিকল্পনা করা জরুরি।তিনি লেখেন, “তোমাদের উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে এবং তোমরা আগামী দিনের ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবছ? আগামী দিনে অসমের চাকরির বাজারকে যেসব ক্ষেত্র প্রভাবিত করবে, সেগুলি সম্পর্কে জেনে নাও। সুযোগের কোনও সীমা থাকবে না, তাই সেই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে।”পোস্টের সঙ্গে ‘ভবিষ্যতের জন্য আসামের যুবকদের প্রস্তুত করা” শীর্ষক একটি ইনফোগ্রাফিকও শেয়ার করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাময় বিভিন্ন ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

ইনফোগ্রাফিক অনুযায়ী, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে চিপ উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

মরিগাঁও জেলার জাগিরোডে টাটা ইলেকট্রনিক্সের সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি ও টেস্টিং ইউনিট স্থাপনের পর অসম সেমিকন্ডাক্টর বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে।মুখ্যমন্ত্রী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-কে দ্রুত সম্প্রসারিত একটি ক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এটি প্রযুক্তি ও তথ্যভিত্তিক নানা পেশায় তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে।এছাড়া সৌরশক্তি, জলবিদ্যুৎ এবং অন্যান্য পরিচ্ছন্ন শক্তি প্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করে গ্রিন এনার্জি ক্ষেত্রকেও সম্ভাবনাময় কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিং বা আধুনিক উৎপাদন শিল্প, যেখানে দক্ষ কারখানা পরিচালনা এবং আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কাজের সুযোগ রয়েছে, সেটিকেও ভবিষ্যতের অন্যতম প্রধান কর্মসংস্থান ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।রাজ্য সরকার শিল্পায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটেই মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা এসেছে।সরকারি কর্মকর্তাদের মতে, প্রযুক্তি, উৎপাদন এবং পরিকাঠামো খাতে চলমান বিনিয়োগ আগামী দিনে অসমকে উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

রিতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার স্পিকারের সিদ্ধান্ত বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৮ জুন (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার আদালতের একক বেঞ্চ বহিষ্কৃত তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক রিতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানসভায় দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর নেতা এবং সরকারি বিরোধী দলনেতা (এলওপি) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার স্পিকারের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে।এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি বুধবার শেষ হয়েছিল। তবে বিচারপতি কৃষ্ণ রাও রায় সংরক্ষিত রেখেছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি রায় ঘোষণা করেন।রায়ে বিচারপতি রাও স্পিকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিতে অস্বীকার করেন। ফলে রিতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আপাতত বিরোধী দলনেতা হিসেবেই দায়িত্ব পালন চালিয়ে যাবেন।

এর ফলে তৃণমূলের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করার দাবি কার্যত খারিজ হয়ে গেল।বর্তমানে ২৯৪ সদস্যের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের মোট ৮০ জন বিধায়ক রয়েছেন। এর মধ্যে ৬০ জন বিধায়ক রিতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর সঙ্গে রয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। যদিও চলতি সপ্তাহের শুরুতে রিতব্রত দাবি করেছিলেন, তাঁর সমর্থক বিধায়কের সংখ্যা ৬৪।অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অনুগত মূল গোষ্ঠীর সঙ্গে রয়েছেন মাত্র ২০ জন বিধায়ক।তবে বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী নির্দেশ না দিলেও বিচারপতি কৃষ্ণ রাও জানিয়েছেন, মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ২৮ জুলাই। তিনি মামলার উভয় পক্ষকে পরবর্তী শুনানির আগে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।এদিকে, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা, অসীমা পাত্র ও নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী শিবিরের উপনেতা এবং ফিরহাদ হাকিমকে বিধানসভায় তৃণমূলের চিফ হুইপ হিসেবে মনোনয়নের যে প্রস্তাব স্পিকারের কাছে জমা পড়েছিল, তাতে কয়েকজন বিধায়কের স্বাক্ষরে অসঙ্গতির অভিযোগ উঠেছে।

রিতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহা এই অভিযোগ তোলার পরই রাজ্যের সিআইডি তদন্ত শুরু করে।এরপর তৃণমূল কংগ্রেস রিতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে।

ভার্সাই প্রাসাদে ইরানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারকে সই ট্রাম্পের আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও জ্বালানি মূল্য কমার আশা

ওয়াশিংটন, ১৮ জুন (আইএএনএস): মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে ইরানের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক (মেমোরান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং) চূড়ান্ত হয়েছে। ফ্রান্সের ঐতিহাসিক ভার্সাই প্রাসাদে এই চুক্তিতে সই করা হয়েছে বলে তিনি জানান। এই সমঝোতার লক্ষ্য হলো দুই দেশের মধ্যে বৈরিতা কমানো, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমিত করা এবং বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহনপথ হরমুজ প্রণালিতে স্বাভাবিক নৌ-চলাচল পুনরায় চালু করা।

প্যারিসে পৌঁছে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে চুক্তি সইয়ের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “আমি বলব, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে।”

এর কয়েক ঘণ্টা পর ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর আয়োজিত নৈশভোজ শেষে ভার্সাই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ট্রাম্প জানান, চুক্তিতে ইতিমধ্যেই সই সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি বলেন, “চুক্তি সই হয়ে গেছে। আমি ভার্সাইয়ে সই করেছি, এইমাত্র সই করলাম।”

এই সমঝোতা স্মারককে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে ভবিষ্যৎ আলোচনার ভিত্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে এটি উপসাগরীয় অঞ্চলে উত্তেজনা কমিয়ে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক করতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ট্রাম্প বারবার এই চুক্তিকে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং জ্বালানি তেলের দাম কমানোর ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন।

পারস্য উপসাগরে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি কতদিন থাকবে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “আরও কিছুদিন থাকবে। পরিস্থিতি কীভাবে এগোয় তা দেখা হবে। আমার মনে হয় সবকিছু ভালোই হবে, তবে দেখা যাক।”

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, আলোচনার মূল লক্ষ্য হলো ইরান যাতে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না পারে তা নিশ্চিত করা।

তিনি বলেন, “বর্তমানে তাদের কাছে কী পরিমাণ পারমাণবিক উপাদান রয়েছে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও পারমাণবিক অস্ত্র না পাওয়াই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।”

চুক্তির আওতায় আলোচিত ৬০ দিনের সময়সীমা নিয়েও নমনীয় অবস্থান নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

তিনি বলেন, “আমি এটিকে কঠোর সময়সীমা হিসেবে দেখি না। তারা যতক্ষণ নিয়ম মেনে চলবে, ততক্ষণ আমি বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত নই।”

তবে একই সঙ্গে ট্রাম্প সতর্ক করে দেন যে ইরান চুক্তির শর্ত মানতে ব্যর্থ হলে সামরিক পদক্ষেপের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

তিনি বলেন, “যদি তারা প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে, তাহলে বোমা হামলার হুমকি কি থাকবে? আপনারা যেভাবে খুশি ব্যাখ্যা করতে পারেন, তবে সেটি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।”

ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে ট্রাম্প আরও বলেন, পারমাণবিক অস্ত্র এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এক বিষয় নয়।

তাঁর মতে, প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে যদি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র থাকে, তাহলে ইরানেরও সীমিত পরিসরে সেই সক্ষমতা থাকা অস্বাভাবিক নয়।

তিনি বলেন, “সৌদি আরব, কাতার এবং অন্যান্য দেশের কাছে যদি এমন অস্ত্র থাকে, তাহলে তুলনামূলক ভারসাম্যের দৃষ্টিতে ইরানের কিছু ক্ষেপণাস্ত্র থাকা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।”

ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক নিরাপত্তা, বাণিজ্য এবং জ্বালানি সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যেই ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, “রাশিয়া একটি বড় দেশ এবং তাদের সামরিক শক্তিও অনেক বেশি। তবুও ইউক্রেন ভালোভাবেই প্রতিরোধ গড়ে তুলছে এবং নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে।”

রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট।তিনি বলেন, “হ্যাঁ, আমি আবারও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারি। এখন যেহেতু তেলের দাম অনেকটাই কমে গেছে, তাই সেই বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে।”ভার্সাই প্রাসাদে স্বাক্ষরিত এই সমঝোতা স্মারককে ট্রাম্প বৈশ্বিক বাজার, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতার জন্য একটি ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে তুলে ধরেছেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

খোয়া ক্ষীরের সাদা পোলাও

ছুটির দিনে বাঙালির ভোজ মানেই লুচি কিংবা মাংসের কোর্মা। তবে একঘেয়ে বাসন্তী পোলাওয়ের বদলে এবার ট্রাই করুন সাদা পোলাও। খোয়া ক্ষীরের ছোঁয়ায় এই পদটি স্বাদে হবে অনন্য এবং রাজকীয়। এই পদটি তৈরির জন্য লাগবে সুগন্ধি গোবিন্দভোগ চাল এবং ঘি। সঙ্গে রাখুন কাজু, কিশমিশ, নুন, চিনি, আদা বাটা ও সাদা তেল। রান্নায় সুগন্ধ আনতে লাগবে এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, জায়ফল এবং মূল উপকরণ খোয়া ক্ষীর। প্রথমে বাজার থেকে আনা ভালো মানের গোবিন্দভোগ চাল ধুয়ে নিন। ধোয়া হয়ে গেলে চালগুলো জল ঝরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ শুকিয়ে নিতে হবে। চালের গায়ে যেন জল না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।

শুকনো চালের সঙ্গে এবার পরিমাণমতো ঘি দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিন। এতে একে একে এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ এবং আদা বাটা মিশিয়ে নিন। ঘি আর মশলার গন্ধে চালটি ম ম করবে রান্নার আগেই।

কড়াইতে সাদা তেল গরম করে সামান্য ঘি মিশিয়ে নিন। এবার মশলা দিয়ে মেখে রাখা চালগুলো কড়াইতে দিয়ে দিন। হালকা আঁচে চালটি কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে ভেজে নিতে হবে যেন গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। চাল ভাজা হয়ে গেলে তাতে পরিমাণমতো গরম জল দিয়ে সিদ্ধ হতে দিন। রান্নায় সুন্দর ফ্লেভার আনতে জায়ফল গুঁড়ো করে উপরে ছড়িয়ে দিন। স্বাদ অনুযায়ী নুন দিয়ে কড়াইটি ঢাকা দিয়ে ৫-৭ মিনিট মাঝারি আঁচে রাখুন।

চাল সিদ্ধ হয়ে এলে ঢাকনা সরিয়ে তাতে প্রয়োজনমতো চিনি দিন। এরপর ওই মিশ্রণে গ্রেট করা খোয়া ক্ষীর এবং আরও কিছুটা ঘি ছড়িয়ে দিন। সব উপকরণ হালকা হাতে মিশিয়ে নিয়ে আবার মিনিট তিনেক দমে রাখুন।

৩-৪ মিনিট পর ঢাকনা খুললেই তৈরি সুগন্ধি খোয়া ক্ষীরের সাদা পোলাও। গরম গরম মাংসের কোর্মা কিংবা মাছের কালিয়া দিয়ে এটি পরিবেশন করুন। আপনার দুপুরের খাওয়া হবে একদম জমাটি ও তৃপ্তিদায়ক।

ফেশিয়াল করলে বয়স বাড়বে না, ত্বকে জেল্লা আসে

ফেশিয়াল যোগা বা মুখের ব্যায়ামের মাধ্যমে অকাল বার্ধক্য রুখে দেওয়া এখন অনেক সহজ। দামি প্রসাধনী বা ক্রিমের বদলে প্রাকৃতিকভাবে ত্বকের উজ্জ্বলতা ফেরাতে এবং চামড়া টানটান রাখতে ফেশিয়াল যোগার বিকল্প নেই। নিয়মিত মাত্র কয়েক মিনিটের এই অভ্যাস আপনার চেহারায় আনবে তারুণ্যের ছোঁয়া।

বয়স বাড়া সঙ্গে সঙ্গে কপালে ভাঁজ পড়া বা চামড়া ঝুলে যাওয়া খুবই সাধারণ সমস্যা। এই অকাল বার্ধক্য রুখতে এখন বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে 'ফেশিয়াল যোগা'। কোনও কেমিক্যাল ছাড়াই এটি আপনার ত্বকের যৌবন ধরে রাখতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। আমাদের মুখে প্রায় ৫০টিরও বেশি পেশি রয়েছে, যা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। নিয়মিত ফেশিয়াল যোগা করলে এই অলস পেশিগুলো সচল ও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। ফলে ঝুলে যাওয়া গাল বা চোয়ালের গঠন আবার আগের মতো আকর্ষণীয় দেখায়। মুখের ব্যায়াম করলে ত্বকের গভীরে রক্ত সঞ্চালন বহুগুণ বেড়ে যায়। এর ফলে কোলাজেন ও ইলাস্টিন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, যা ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে। ভিতর থেকে পুষ্টি পাওয়ায় বলিরেখা কমে গিয়ে ত্বক হয়ে ওঠে মসৃণ।

ফেশিয়াল যোগা লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমকে দারুণভাবে সক্রিয় করে তোলে। এতে ত্বকের নিচে জমে থাকা টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। ফলে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মুখ ফোলা ভাব বা 'পাফিনেস' দ্রুত কমে। কপালে ভাঁজ পড়া আটকাতে দুই হাতের তর্জনী ভ্রুর ওপর রেখে হালকা চাপ দিয়ে ওপর-নিচ করুন। এটি কপালের চামড়া টানটান রাখতে এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। প্রতিদিন অন্তত ১০ বার এই অভ্যাসটি চালিয়ে যান।

ঘাড়ের মেদ বা ডবল চিন নিয়ে অনেকেই বিড়ম্বনায় পড়েন। ছাদের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট দিয়ে আকাশকে চুমু খাওয়ার মতো ভঙ্গি করলে চিবুকের পেশি শক্ত হয়। এটি নিয়মিত করলে মাত্র কয়েক সপ্তাহেই আপনি তফাত বুঝতে পারবেন। মাছের মতো গাল ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে হাসার চেষ্টা করুন, একে বলা হয় 'ফিশ ফেস'। এই ব্যায়ামটি করলে গালের অতিরিক্ত মেদ ঝরে যায় এবং চোয়ালের হাড় বা 'জ-লাইন' আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে আপনাকে দেখতে অনেক স্লিম লাগবে।

রাতারাতি ফল পাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে দিনে অন্তত ১৫ মিনিট সময় নিজের জন্য বরাদ্দ করুন। টানা ৩-৪ মাস নিয়ম মেনে এই যোগাভ্যাস করলে তবেই পরিবর্তন স্থায়ী হবে। মনে রাখবেন, কৃত্রিম প্রসাধনীর চেয়ে প্রাকৃতিক যত্নই দীর্ঘস্থায়ী রূপের রহস্য।

খাবার খেতে খেতে জল খেলে শরীরে কী কী হয়

দুপুরে জমিয়ে মাছ-ভাত খাচ্ছেন কিংবা রাতে রুটি-তরকারি, পাতের পাশে জলের গ্লাসটি থাকা চাই-ই চাই। আর দু-গ্রাস খাওয়ার পরেই জল খাওয়া অনেকেরই জন্মগত অভ্যাস। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে, এই একটি ভুল অভ্যাসের কারণে আপনি প্রতিদিন নিজের অজান্তেই শরীরের বারোটা বাজাচ্ছেন। সারাদিনে ৩ থেকে ৪ লিটার জল খাচ্ছেন কিনা, তার হিসাব রাখলেও, ঠিক কোন সময়ে জল খাচ্ছেন, সেই খেয়াল রাখেন না অনেকেই। আর এখানেই লুকিয়ে রয়েছে গ্যাস্ট্রিক ও বদহজমের আসল চাবিকাঠি।

কেন খাওয়ার সময় জল খাওয়া 'বিষ'? খাদ্যবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, যা খাচ্ছেন তা হজম হতে সাধারণত প্রায় ২ ঘণ্টা সময় লাগে। খাবার পেটে যাওয়ার পর তা হজম করার জন্য শরীরে কিছু বিশেষ উৎসেচক বা পাচক রস নিঃসৃত হয়। এখন আপনি যদি খাবারের সঙ্গে সঙ্গেই ঢক ঢক করে জল খেতে থাকেন, তবে সেই পাচক রস জলের সঙ্গে মিশে পাতলা হয়ে যায়। ফলে খাবার ঠিকমতো হজম হতে পারে না। চিকিৎসকদের একাংশ স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই অভ্যাসের ফলে শরীরে একাধিক জটিলতা তৈরি হয়: হজমের দফারফা ও গ্যাস: খাবার ঠিকমতো না হজম হওয়ার কারণে পেটে গ্যাস, অম্বল এবং ব্লোটিং বা পেট ফোলার মতো সমস্যা নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়।

ওজন বৃদ্ধি ও স্থূলতা: পরিপাকক্রিয়া ব্যাহত হলে শরীরের মেটাবলিজম কমে যায়, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে ওজনে। মেদ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হতে পারে এই অভ্যাস। রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি: খাবার সঠিকভাবে হজম না হলে পুষ্টিগুণ রক্তে মেশার প্রক্রিয়ায় গোলমাল দেখা দেয়, যা রক্তে শর্করার মাত্রার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। জল পানের সঠিক সময় কোনটি? তাহলে উপায়? শরীরকে সুস্থ রাখতে এবং খাদ্যের পুষ্টিগুণ পুরোপুরি গ্রহণ করতে জল পানের টাইমিং বদলাতে হবে। বিশেষজ্ঞরা একটি সহজ রুটিন মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন: খাওয়ার আগে: খাবার খাওয়ার অন্তত আধ ঘণ্টা আগে জল খেয়ে নিন। এতে পরিপাকতন্ত্র সতেজ থাকে। খাওয়ার পরে: খাবার শেষ করার ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা পর জল পান করুন। এই সময়টুকুর মধ্যে পাকস্থলী তার প্রাথমিক হজমের কাজ সেরে ফেলে।

সঠিক সময়ে জল পানের অভ্যাস যদি মাত্র ২১ দিন নিয়ম মেনে করা যায়, তবে ম্যাজিকের মতো তফাত চোখে পড়বে। ১. ওজন নিয়ন্ত্রণ: সঠিক সময়ে জল খেলে মেটাবলিজম বাড়ে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে দারুণ সাহায্য করে। ২. পুষ্টির সঠিক শোষণ: পেটের পাচক রস সক্রিয় থাকায় শরীর খাদ্যে উপস্থিত সমস্ত ভিটামিন ও খনিজ ভালোভাবে শোষণ করতে পারে। ৩. গ্যাস-কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি: অম্বল বা গ্যাস রিফ্লাক্সের সমস্যা দূর হয় এবং পরিপাকতন্ত্র মজবুত থাকে। ৪. ভালো ঘুম: হজম প্রক্রিয়া স্বাভাবিক থাকলে রাতে শরীর হালকা থাকে, যা ভালো ঘুমে সাহায্য করে। তাই আজ থেকেই পাতের পাশের জলের গ্লাসটি একটু দূরে রাখুন। সুস্থ থাকার চাবিকাঠি কিন্তু আপনারই হাতে!

আচমকা বুকে ব্যথা গ্যাস নাকি হার্ট অ্যাটাক

আচমকা বুকে ব্যথা। শরীরজুড়ে মারাত্মক অস্বস্তি। বুঝতে পারছেন না কী করবেন। কাউকে ব্যাখ্যাও করতে পারছেন না ঠিক কী ঘটছে শরীরে। ধরেই নিয়েছেন হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তড়িঘড়ি হাসপাতালে গেলেন। রোগীকে ভর্তিও নিয়ে নিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেল হৃদরোগ নয়। বরং, সাধারণ গ্যাসের ব্যথা।

এই ধরনের ঘটনার মুখোমুখি অনেকেই হন। বুঝতে পারেন না কোনটা অ্যান্টাসিড খেলেই কমে যাবে, আবার কখন হাসপাতালে দৌড়তে হবে। অনেক সময়ে হার্ট অ্যাটাককেও গ্যাসের ব্যথা বলে উপেক্ষা করে যান অনেকে। তখন আরও বিপদ ঘটে। সময়ে রোগী চিকিৎসা পায় না এবং অবস্থা শোচনীয় হয়ে যায়।

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ কী কী?

হার্ট অ্যাটাকের কারণে যে বুকে ব্যথা বা অস্বস্তি হয়, তাকে এএমআই বা অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বলে। এই অবস্থায় রোগী হঠাৎ তীব্র চাপ অনুভব করে। মনে হয়, বুকের উপর ভারী বস্তু বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বুকের মাঝখানে তীব্র ব্যথা হয়। এই ব্যথা চোয়াল থেকে শুরু করে বাঁ কাঁধ দিয়ে নীচে নামতে পারে। খেয়াল করবেন, বুকের পাশাপাশি বাঁ হাতেও ব্যথা হয়। শ্বাস নিতে সমস্যা। মাথা ঘোরা, চোখে-মুখে অন্ধকার দেখার মতো অবস্থা তৈরি হয়। শরীর অত্যন্ত ঠান্ডা হয়ে যায় এবং দরদর করে ঘাম হতে থাকে। গ্যাসের ব্যথার সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের পার্থক্য কোথায়?

গ্যাস হলেও বুকে তীব্র ব্যথা হয়। কিন্তু এই ব্যথার সঙ্গে বুকে জ্বালা ভাব অনুভব করা যায়। তা ছাড়া এই ব্যথা বুকের ঠিক মাঝখানে হয় না। পেটের ঠিক উপরে এবং বুকের ঠিক নীচে এই ব্যথা হয়। পাশাপাশি চোঁয়া ঢেকুর ওঠে কিংবা পেট ফাঁপে। বমি বমি ভাবও দেখা দেয়। এই ধরনের উপসর্গ অ্যান্টাসিড খেলে কমে যায়। গ্যাস শরীর থেকে বেরিয়ে গেলেই এই অস্বস্তি কমে যায়। কিন্তু আকস্মিক তীব্র ব্যথা হলে অনেকেই ভয় পেয়ে যান। রোগীকে কখন হাসপাতালে নিয়ে যাবেন? যদি হার্টের রোগী হন, হাই প্রেশার বা হৃদরোগের সমস্যা থাকে, তা হলে বুকে চাপ বা ব্যথা অনুভব করার মতো লক্ষণ এড়িয়ে যাবেন না। হার্ট অ্যাটাকের কোনও লক্ষণ দেখা দিলে আপৎকালীন ব্যবস্থা নিন। সরবিট্রেট জাতীয় ওষুধ জিভের তলায় রাখতে পারেন। এর পরে যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান।

গ্যাস ওভেন ছাড়াই সকালের চটপট কিছু খাবার

সকালের প্রবল ব্যস্ততায় ব্রেকফাস্ট বা সকালের খাবার এড়িয়ে যাওয়া একেবারেই উচিত নয়। গ্যাস বা ওভেন জ্বালানোর ঝামেলা ছাড়া মাত্র ১০ মিনিটেই বানিয়ে নেওয়া যায় স্বাস্থ্যকর খাবার। পুষ্টিগুণে ভরপুর এই চটজলদি ব্রেকফাস্টগুলো সারাদিন শরীর চনমনে রাখতে সাহায্য করে। জারে সুন্দর করে সাজানো ইয়োগার্ট ও ফল এখন স্বাস্থ্যসচেতনদের প্রথম পছন্দ। ব্লুবেরি, কলা ও পিনাট বাটারের সঙ্গে ইয়োগার্ট মিশিয়ে তৈরি এই খাবার খেতে দারুণ সুস্বাদু। এছাড়া রাস্পবেরি ও পেকান বাদামের পারফে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য অত্যন্ত উপকারী।

মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছে হলে রিকোটা চিজ ও ইয়োগার্টের পারফে হতে পারে সেরা একটি বিকল্প। আগের রাতে সব উপকরণ জারে ভরে ফ্রিজে রেখে দিলে সকালে উঠেই তা খাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। কলার সঙ্গে পিনাট বাটারের মিশ্রণ থেকে সকাল সকাল মেলে ফ্যাট ও প্রোটিনের জোগান। চিবিয়ে খাওয়ার সময় না পেলে চোখ বুজে ভরসা করা যায় পুষ্টিকর স্মুদি বা শেকের উপর। আমন্ড বাটার এবং চকোলেট-কলার স্মুদি যেমন পেট ভরায়, তেমনই এর স্বাদও হয় বেশ লোভনীয়। কমলালেবু, পিচ ফল আর চিয়া সিড একসঙ্গে ব্লেন্ড করে সহজেই বানানো যায় রিফ্রেশিং পানীয়। মিষ্টি স্বাদের জন্য এই স্মুদিতে চিনির বদলে পুষ্টিকর খেজুর ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। চিয়া সিড থেকে শরীর অনায়াসেই পেয়ে যায় দিনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও ওমেগা-৩। অন্যদিকে, স্ট্রবেরি ও প্যাশন ফ্রুটের ট্যাঞ্জি স্মুদি তৈরি হয়ে যায় মাত্র ৫ মিনিটেরও কম সময়ে। মিষ্টি স্বাদের জন্য এই স্মুদিতে চিনির বদলে পুষ্টিকর খেজুর ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। চিয়া সিড থেকে শরীর অনায়াসেই পেয়ে যায় দিনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও ওমেগা-৩। অন্যদিকে, স্ট্রবেরি ও প্যাশন ফ্রুটের ট্যাঞ্জি স্মুদি তৈরি হয়ে যায় মাত্র ৫ মিনিটেরও কম সময়ে। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, কাঁচা হলুদ শরীরের যে কোনও প্রদাহ বা ইনফ্লেমেশন কমাতে ভীষণ কার্যকরী। নারকেলের দুধ, বরফ জমানো আম, মধু ও এক চিমটে হলুদ দিয়ে বানানো যায় ম্যাঙ্গো স্মুদি বোল। হলুদে থাকা "কারকিউমিন" নামক উপাদানটি নিমেষের মধ্যে ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। চিনি ছাড়া শ্রেডেড হুইটের সঙ্গে কিশমিশ ও আখরোট মেশালে তৈরি হয় ফাইবার যুক্ত ব্রেকফাস্ট। তবে বাজার থেকে এই ধরনের খাবার কেনার আগে প্যাকেটের গায়ে সুগারের পরিমাণ দেখে নেওয়া উচিত। সময়ের অভাব ভুলে এই রেসিপিগুলোর যে কোনও একটি বেছে নিয়ে সুস্থভাবে দিন শুরু করা যায়।

বালিশ ছাড়া, না বালিশ নিয়ে ঘুমলে শিরদাঁড়া, ঘাড়ে ব্যথা হবে না?

সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর ঘাড় শক্ত হয়ে থাকা কিংবা পিঠের ব্যথায় কুঁকড়ে যাওয়া- অনেকেরই নিত্যদিনের সঙ্গী। আপনার কি শরীর চনমনে হওয়ার বদলে মনে হয় সারা রাত যুদ্ধ করে উঠেছেন? এই সমস্যার মূলে কি আপনার প্রিয় বালিশটি? মেরুদণ্ড এবং ঘাড়ের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে বালিশ নিয়ে ঘুমানো ভালো নাকি বালিশ ছাড়া, তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। সাম্প্রতিক গবেষণা এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত বলছে, উত্তরটা লুকিয়ে আছে আপনার শোয়ার ভঙ্গিতে।

অনেকের ধারণা বালিশ ছাড়াই ঘুমনোই সবচেয়ে বেশি ভালো। কিন্তু 'বোন্ড স্কাই'-এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন এবং অস্থি বিশেষজ্ঞদের মতে, বালিশের মূল কাজ হল ঘাড় ও মেরুদণ্ডকে একটি নির্দিষ্ট সরলরেখায় ধরে রাখা। যদি আপনার বালিশের উচ্চতা সঠিক হয়, তবে এটি ঘাড়ের স্বাভাবিক বক্ররেখা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এতে ঘাড়ের পেশিগুলো বিশ্রাম পায় এবং ব্যথার ঝুঁকি কমে। এছাড়া আজকাল বাজারে অ্যান্টি-অ্যালার্জেনিক বালিশ পাওয়া যায়, যা ধুলোবালি থেকে শ্বাসকষ্টের রোগীদের সুরক্ষা দেয়। বিশেষ করে যাদের সাইনাস বা মাইগ্রেনের সমস্যা আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে মাথা সামান্য উঁচুতে রেখে ঘুমনো বেশি আরামদায়ক হতে পারে।

অন্যদিকে, বালিশ ছাড়া ঘুমনোরও কিছু বৈজ্ঞানিক উপকারিতা রয়েছে। যখন আমরা সমতলে বালিশ ছাড়াই শুই, তখন মেরুদণ্ড তার স্বাভাবিক অবস্থানে থাকে। যারা চিত হয়ে ঘুমন, তাঁদের জন্য এটি বেশ কার্যকর। বালিশ ছাড়া ঘুমলে মুখের ত্বকের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে না, যা দীর্ঘমেয়াদে বলিরেখা বা ব্রণ কমাতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া এতে মাথা ও ঘাড়ে রক্ত সঞ্চালন নির্বিঘ্ন হয়, ফলে মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়ে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠলে শরীর অনেক বেশি সতেজ লাগে।

কার জন্য কোনটি সঠিক?

আসল কথা হল, আপনার শরীরের গঠন এবং শোয়ার ধরনই ঠিক করে দেবে আপনি বালিশ নেবেন কি না। আপনি যদি পাশ ফিরে ঘুমান, তবে ঘাড় ও কাঁধের দূরত্ব মেটাতে বালিশ অপরিহার্য। আবার যদি উপুড় হয়ে ঘুমনোর অভ্যাস থাকে, তবে বালিশ ছাড়াই ঘুমনো ভালো, নাহলে মেরুদণ্ডে টান পড়তে পারে। যদি দেখেন বালিশের ব্যবহার আপনার ঘাড় ব্যথার কারণ হচ্ছে, তবে পাতলা বালিশ ট্রাই করতে পারেন অথবা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন। সুনিদ্রাই হল সুস্থতার চাবিকাঠি। আপনার যদি কোনও দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার সমস্যা না থাকে, তবে যে অবস্থানে আপনি আরাম পান এবং সকালে সতেজ অনুভব করেন, সেটিই আপনার জন্য সেরা উপায়।

খাবার কম খেয়ে সাপ্লিমেন্ট খেলেই কি পুষ্টির ঘাটতি মিটবে?

ডায়াবিটিস থেকে ক্যান্সারএমন হাজারো লাইফস্টাইল ডিজিজের পিছনে দায়ী অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া। চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদ, প্রত্যেকে এখন বাড়ির তৈরি খাবারের উপর জোর দিচ্ছেন। মানুষও এখন অনেক বেশি সচেতন। যে খাবারে পুষ্টি বেশি, সেটাই খাওয়ার চেষ্টা করছে মানুষ। কিন্তু অনেক সময়ে পর্যাপ্ত খাবার খাওয়ার পরেও শরীরে ভিটামিন-মিনারেলের ঘাটতি থেকে যায়। তখন না চাইতেও সাপ্লিমেন্টের সাহায্য নিতে হয়। তা হলে কি খাবারের বিকল্প সাপ্লিমেন্ট হতে পারে?

পুষ্টিবিদদের মতে, ফল, শাকসব্জি, বাদাম, গোটাশস্যের মতো খাবার সাপ্লিমেন্টের তুলনায় অনেক বেশি উপকারী। এতে ভিটামিন সি, আয়রন, জিঙ্কসহ নানা পুষ্টি উপাদান থাকে। শরীরে একাধিক পুষ্টির ঘাটতি মিটিয়ে দেয় খাবার। যেমন ১০০ গ্রাম আমলকিতে প্রায় ৬০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে। কী ভাবে ১০০ শতাংশ ভিটামিন সি পাওয়া যায়?

আমলকির ভিটামিন সি ৮০ মিনিট পর্যন্ত ফোটালেও নষ্ট হয় না। তাই শুকনো আমলকি খেলেও শরীরে ভিটামিন সি মেলে। তা ছাড়া এতে থাকা ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট পাচনতন্ত্র ও লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট খেলে এত রকম উপকারিতা মেলে না। কিন্তু খাবার খেলে মেলে। খাবার কি শুধুই পুষ্টির ঘাটতি মেটায়? ফল-সব্জি ইত্যাদিতে ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। একাধিক রোগের ঝুঁকি কমায়। তা ছাড়া খাবার শরীরে কাজ করার এনার্জি জোগায়। ক্যান্সার, হৃদরোগ, টাইপ-২ ডায়াবিটিসের মতো একাধিক রোগের ঝুঁকি প্রতিরোধ করে। সুতরাং, খাবার না খেয়ে শুধু সাপ্লিমেন্টের ভরসায় বসে থাকা সম্ভব নয়। সাপ্লিমেন্ট শুধু নির্দিষ্ট পুষ্টির ঘাটতি মেটায়।

সাপ্লিমেন্ট কখন কাজে লাগে?

বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, মিনারেল, অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন বা প্রোবায়োটিক ইত্যাদি পুষ্টির সাপ্লিমেন্ট পাওয়া যায়। সাপ্লিমেন্টের সাহায্যে শরীরে ওই নির্দিষ্ট পুষ্টির ঘাটতি মেটানো সম্ভব। কিন্তু সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে না সাপ্লিমেন্ট। কাদের জন্য উপকারী হতে পারে সাপ্লিমেন্ট?

সাধারণত মহিলাদের ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। কারণ বেশিরভাগ মহিলার দেহেই এই পুষ্টির ঘাটতি থাকে এবং সাধারণ খাবার খেয়ে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া কোনও শারীরিক অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য চিকিৎসকেরা মাল্টিভিটামিন বা মিনারেল সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরামর্শ দেন। যে সব বয়স্করা সলিড ফুড খেতে পারেন না, কিংবা বয়সের সঙ্গে যদি পুষ্টির ঘাটতি না মেটে তখনও মাল্টিভিটামিন খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কি সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত?

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত নয়। আপনার শরীরে কোন পুষ্টির ঘাটতি রয়েছে এবং তার জন্য কত মিলিগ্রামের মাল্টিভিটামিন খাবেন, তা জানা দরকার। পরামর্শ ছাড়া সাপ্লিমেন্ট নিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তা ছাড়া খাবার থেকেই যদি পুষ্টির ঘাটতি মিটে যায়, তা হলে সাপ্লিমেন্ট খাওয়ারই দরকার নেই।

সাপ্লিমেন্ট কি স্বাস্থ্যকর খাদ্যের বিকল্প হতে পারে? সাপ্লিমেন্ট কখনওই স্বাস্থ্যকর খাবারের বিকল্প নয়। যাঁরা পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে পারেন না বা হজমে সমস্যা হয়, তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সাপ্লিমেন্ট নিতে পারেন। অনেক সময়ে খাবার খাওয়ার পাশাপাশি সাপ্লিমেন্টও নেওয়ার দরকার পড়ে। তাই সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার কথা ভাবলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

এবিআরএসএম

● প্রথম পাতার পর

সম্ভাবনায় শিক্ষক সমাজের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে বলে দাবি করা হয়।সংগঠনের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসা শিক্ষকদের ক্ষেত্রে মানবিক, প্রশাসনিক এবং আইনগত দিক বিবেচনা করে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেই কারণেই বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য কেন্দ্র সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।এদিনের স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা টেট আন্দোলন কমিটির সমন্বয়ক ড. মৌসম ভট্টাচার্য, পরিতোষ নাগ, অরবিন্দু দেবনাথ, মানস দে, সুভাষচন্দ্র নাথ-সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।সংগঠনের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়, শিক্ষকদের স্বার্থ ও চাকরির নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কেন্দ্র সরকার দ্রুত প্রয়োজনীয় ও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।এদিকে, ২০১০ সালের আগে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) উত্তীর্ণ হওয়াকে বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবিতে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (এবিআরএসএম)-এর টেট আন্দোলন কমিটি গোমতী জেলাশাসকের মাধ্যমে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে।সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২৯ মে ২০২৬ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ের পর সারা দেশ তথা ত্রিপুরার বহু প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরির নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে যেসব শিক্ষকের অবসরের জন্য এখনও পাঁচ বছরের বেশি সময় বাকি রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে টেট উত্তীর্ণ হওয়ার শর্ত বহাল থাকায় শিক্ষক সমাজের মধ্যে উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে।স্মারকলিপিতে কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়, ২০১০ সালের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের স্বার্থ রক্ষায় মানবিক, আইনগত, নীতিগত ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।এদিনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রায় শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা গোমতী জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হন। তাঁরা প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার হাতে নিয়ে শিক্ষকদের ন্যায্য দাবির প্রতি সমর্থন জানান।সংগঠনের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্মরত শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। একই সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থেও কেন্দ্র সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। স্মারকলিপি প্রদানকারী প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন এবিআরএসএম-এর গোমতী জেলা সমন্বয়ক প্রসেনজিৎ দেববর্মা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তপন মজুমদার, পূর্ণিমা দেবনাথ, রণজিৎ দত্ত, প্রদীপ চক্রবর্তী, সুমেন সরকার, অশোক বর্ধন, পিন্টু লোধ, গৌতম দাস-সহ অন্যান্য শিক্ষক নেতৃবৃন্দ।অন্যদিকে, ২০১০-এর পূর্বে নিযুক্ত শিক্ষকদের টেট ছাড়ের দাবিতে বিলোনিয়ায় ডেপুটেশন প্রদান করা হয় আজ। ২০১০ সালের পূর্বে নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের টেট থেকে স্থায়ী ছাড়ের দাবিতে রাজ্যজুড়ে কর্মসূচি পালিত হল বৃহস্পতিবার। এরই অঙ্গ হিসেবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সদর বিলোনিয়াতেও জেলা শাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের উদ্দেশে স্মারকলিপি প্রদান করলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা।অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈখিক মহাসঙ্ঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বিকেলে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি জমা দেন।স্মারকলিপি প্রদানের পর আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা এক সংক্ষিপ্ত সভায় মিলিত হন। সেখানে এক শিক্ষক প্রতিনিধি বলেন, ২০১০ সালের পূর্বে আমরা সরকারি নিয়ম মেনেই নিয়োগ পেয়েছি। তখন টেট বাধ্যতামূলক ছিল না। ২০০৯ সালের আরটিই আইন কার্যকর হওয়ার পর ২০১০ থেকে টেট বাধ্যতামূলক করা হয়। ফলে দীর্ঘ ১৫-২০ বছর ধরে শিক্ষকতা করার পর আমাদের চাকরি অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।এখন নতুন করে টেট পরীক্ষায় বসা আমাদের জন্য অমানবিক। তিনি আরও দাবি জানান, ২০১০ সালের পূর্বে নিযুক্ত সকল প্রাথমিক শিক্ষককে টেট থেকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী যেন বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করেন। রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও একই দিনে একযোগে এই ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের আন্দোলন জারি থাকবে।

এম এ বেবি

● প্রথম পাতার পর

বৈঠক সম্পর্কে সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরি জানান, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন এবং টিটিএডিসি -এর নির্বাচন সংক্রান্ত ফলাফল ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি দলীয় সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড, জনসংযোগ বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলন-সংগ্রামের রূপরেখা নিয়েও আলোচনা হবে।তিনি আরও বলেন, রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনার পাশাপাশি সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি এবং কর্মীদের মধ্যে আরও সক্রিয়তা আনতে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় এই বৈঠকের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। দুই দিনব্যাপী এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত আগামী দিনে দলের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মসূচি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

● প্রথম পাতার পর

করে পরিস্থিতি শান্ত করেন এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার আহ্বান জানান।পরবর্তীতে তিপরা মথা প্রতিনিধিরা তাদের দাবিপত্র ওসি বাবুল দাসের হাতে তুলে দেন। ওসি জানান, দাবিপত্রটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে, বিশেষ করে করবুক ব্লকের বিডিও সুব্রজিৎ পলের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হবে।পরে তিপরা মথা পার্টির পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের নেতারা অভিযোগ করেন, এর আগেও একই ধরনের গণতান্ত্রিক কর্মসূচি পালনের সময় বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। তারা প্রশ্ন তোলেন, কেন এলাকার সাধারণ মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং কেন তাদের দাবিদাওয়া তুলে ধরার ক্ষেত্রে বারবার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।সংবাদ সম্মেলনে পঞ্চায়েত সচিব পরিতোষ দাস, জিআরএস সজল সরকার এবং প্রাক্তন জিআরএস মনোরঞ্জন চাকমার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও তোলা হয়। পাশাপাশি পঞ্চায়েত পরিচালনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়। তবে অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অভিযোগগুলোর সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (এআইডিএসও)।সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা বেসরকারিকরণের বিরোধিতা এবং নিট পরীক্ষাসহ বিভিন্ন সর্বভারতীয় পরীক্ষায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবিতে এআইডিএসও ১৩ জুন থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছে। তারই অংশ হিসেবে এদিন আগরতলায় এই প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রামপ্রসাদ আচার্য অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার ধীরে ধীরে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার নীতি অনুসরণ করছে। এর ফলে সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।তিনি আরও বলেন, শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার এবং সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও সহজলভ্য করার জন্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে নিটসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার পরিচালনার ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার পরিবর্তে সরকারি সংস্থার সরাসরি দায়িত্বগ্রহণের দাবি জানান তিনি। বিক্ষোভকারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ, পরীক্ষায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং সকল স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ সুনিশ্চিত করার দাবিতে স্লোগান দেন। এদিনের কর্মসূচি থেকে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সুরক্ষার দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বানও জানানো হয়।

আটক যুবতী

● প্রথম পাতার পর

হয়েছিল ও কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

কাজ করুন

● প্রথম পাতার পর

মুখোমুখি ছিল। আজ বিশ্ব অন্য ধরনের নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তখন যেমন বলেছিলাম, আজও সেই বার্তাই পুনর্ব্যক্ত করছি যেখানে প্রচলিত পদ্ধতি ব্যর্থ হয়, সেখানে উদ্ভাবন পথ দেখাতে পারে। এছাড়াও তিনি ভারতের দ্রুত বিকাশমান স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের কথা তুলে ধরে জানান, বর্তমানে দেশে ২ লক্ষেরও বেশি স্টার্টআপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

গৃহবধূর

● প্রথম পাতার পর

কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনার দিন স্বামীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথোপকথনের পর মরিয়ম বেগম মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন বলে দাবি প্রতিবেশীদের। এরপর তিনি চরম সিদ্ধান্ত নেন। নিজ বাড়িতে অগ্নিদগ্ধ হন ওই গৃহবধূ।

ঘটনার পর পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এদিকে, গুরুতর অসুস্থ রোগীকে দ্রুত জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সময়মতো অ্যাম্বুলেন্স না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, অ্যাম্বুলেন্সের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

মৃতার পরিবার ও স্থানীয়দের একাংশের দাবি, স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের খবর জানার পর থেকেই তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

মরিয়ম বেগমের মৃত্যুর খবরে ধ্বজনগর এলাকায় গভীর শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে তার অল্পবয়সী সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে।

পর্যালোচনা সভা

● প্রথম পাতার পর

সচিব জে.কে. সিনহা সহ বিভিন্ন বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তারা। মন্ত্রী জানান, তিন দিনব্যাপী এই উৎসব প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। তিনি বলেন এই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার আনারস চাষিদের জন্য বিশেষ সংবর্ধনার ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনা ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। প্রায় ২৫টি বিভাগীয় স্টল স্থাপন করা হবে, যেখানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও পণ্যের প্রদর্শনী থাকবে।মন্ত্রী আরও জানান, কৃষি প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি এই উৎসব ত্রিপুরার আনারস শিল্পকে বৈশ্বিক পর্যায়ে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। সভায় লজিস্টিক ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়, যাতে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়।কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, এই উৎসব ত্রিপুরার কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক পরিচিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াবে। এর ফলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাবে, নতুন রপ্তানির সুযোগ তৈরি হবে এবং রাজ্যের কৃষিনির্ভর অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

ধৃত এক

● প্রথম পাতার পর

শুকনো গাঁজা, ২০ বোতল এসকফ সিরাপ এবং একটি দেশি বন্দুক উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্ত আক্তার হোসেনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে এবং তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন (এনডিপিএস) ও অস্ত্র আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে সোনামুড়া আদালতে সোপর্দ করা হবে। দীর্ঘদিন পর এলাকায় এত বড় পরিমাণ মাদকদ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 09/EE/MCD/PWD(B)/ 2026-27, Dated· -06-2026

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(B), ILS Hospital Road, Agartala, West Tripura invites online percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 03.00 PM on 24-06-2026 for the following works:-

1. DNIeT NO:- 23/EE/MCD/PWD(B)/2025-26.
2. DNIeT NO:- 24/EE/MCD/PWD(B)/2026-27.
3. DNIeT NO:- 25/EE/MCD/PWD(B)/2026-27.
4. DNIeT NO:- 26/EE/MCD/PWD(B)/2026-27.
5. DNIeT NO:- 27/EE/MCD/PWD(B)/2026-27.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 8132889463 (M) // 9436460369 (M). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-864/26

Executive Engineer
Medical College Division, PWD(B)
ILS Hospital Road, Agartala, West Tripura

Notice Inviting e-Tender

The Managing Director TTDCL, Swetmahal, Agartala, Tripura invites rate e- Tender, from eligible Bidders For Lease out of Double Storey Building of Dhalai Tourist Lodge, Ambassa-As Is Where Is in Manage Operate Maintain and Transfer (MOMT) Mode. Vide tender ID No. 2026_TTDC_73875_1, Dated 17-06-2026. For more details, kindly visit https://tripuratenders.gov.in or contact to this office through e-mail. Estimated Cost Put to Tender is 1,80,000/-. The last date for submission of Bid is 08-07-2026.

ICA/C-860/26

Sd/-
Managing Director, TTDCL

SHORT NOTICE FOR EXPRESSION OF INTEREST

On behalf of the Governor of Tripura, the Office of the Block Mission Manager (BDO), BMMU, TRLM, Rupaichari RD Block, South Tripura invites sealed Expressions of Interest (EOI) from registered and reputed Firms/Agencies/Suppliers/SHGs/VO/CLF for supply of Cooked Food and Drinking Water under BMMU, TRLM, Rupaichari RD Block for various official programmes, meetings, trainings and events.

Interested parties possessing valid Registration No. of SHG/VO/CLF, Trade License, PAN/TAN Card, PRTC, Aadhar Card, FSSAI License and GST Registration Certificate are requested to submit their EOI in a sealed cover to the office of the undersigned from 17.06.2026 to 01.07.2026 between 10:00 AM and 3:00 PM on all working days.

The EOI documents will be opened in the office of the Block Mission Manager (BDO). BMMU, TRLM, Rupaichari RD Block in the presence of the interested bidders or their authorized representatives, if available.

The undersigned reserves the right to accept or reject any or all EOI applications without assigning any reason thereof.

For detailed terms and conditions, interested parties may contact the Office of the Block Mission Manager (BDO), BMMU, TRLM, Rupaichari RD Block during office hours or visit the website rupaicharirdblock.in.

ICA/C-854/26

(Pritam Debnath, TCS)
Block Mission Manager (BDO) BMMU, TRLM, Rupaichari RD Block

রদবদল

● প্রথম পাতার পর

জেলা বিজেপির সভাপতি এবং প্রসেনজিৎ ঘোষ-কে সিপাহীজলা (দক্ষিণ) জেলা বিজেপির সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এই নিয়োগ অবিলম্বে কার্যকর হবে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করা এবং তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই নিয়োগ করা হয়েছে। নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা সভাপতিরা সংশ্লিষ্ট জেলায় দলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

এসকাফ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

পার্সেল পরিষেবায় নজরদারি আরও জোরদার করা প্রয়োজন, যাতে মাদক পাচারকারীরা কোনোভাবেই এসব পরিষেবার অপব্যবহার করতে না পারে।পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে এবং তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার জন্য সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দুই যুবক

● প্রথম পাতার পর

সূত্রের দাবি, যে লাগেজ তারা বহন করছিলেন, তার পাসওয়ার্ড সম্পর্কেও তারা কিছু জানতেন না। ওই পাসওয়ার্ড সরাসরি প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে আদানপ্রদান হতো বলে জানা গেছে। ফলে অভিযুক্তদের শুধুমাত্র বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের।

এছাড়াও, প্রতিটি সফরের জন্য তাদের নতুন মোবাইল ফোন সরবরাহ করা হতো বলেও তদন্তে উঠে এসেছে। তদন্তকারীদের মতে, নজরদারি এড়াতে এবং ডিজিটাল তথ্যের সূত্র মুছে ফেলতেই এই কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকতে পারে।ঘটনার সঙ্গে জড়িত বৃহত্তর নেটওয়ার্কের সন্ধানে আয়কর দপ্তর, কাস্টমস বিভাগ এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থাগুলি যৌথভাবে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার আশা করছেন তদন্তকারীরা।

জনস্বার্থে একাধিক দাবি নিয়ে জিরানিয়া মহকুমা শাসকের কাছে সিপিআই(এম)-এর ডেপুটেশন

আগরতলা, ১৮ জুন : মহকুমা এলাকার বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক সমস্যা সমাধানের দাবিতে বৃহস্পতিবার জিরানিয়া মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে সিপিআই(এম)-এর জিরানিয়া মহকুমা কমিটির এক প্রতিনিধি দল।দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জিরানিয়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকার ভাঙাচোরা ও চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়া রাস্তাঘাট দ্রুত সংস্কার, সামাজিক ভাতা নিয়মিত প্রদান এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবিতে এই ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়। স্মারকলিপিতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলির দ্রুত সংস্কার, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নিয়মিত ভাতা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়।সিপিআই(এম)-এর প্রতিনিধিদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যা অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে থাকায় সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে জনদুর্ভোগ আরও বৃদ্ধি পাবে বলেও তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের কাছে জনস্বার্থে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে। মহকুমা শাসক বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

ভগৎ সিং যুব আবাসে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে তিন দিনব্যাপী কর্মসূচির সূচনা

আগরতলা, ১৮ জুন : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সামাজিক চেতনাকে আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার আগরতলার ভগৎ সিং যুব আবাসে তিন দিনব্যাপী প্রদর্শনী, সেমিনার ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির শুভ সূচনা হয়েছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সামাজিক সাংস্কৃতিক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি অলকা সিনহা, সাধারণ সম্পাদক প্রফুল্ল কুমার সিনহা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।অনুষ্ঠানের সূচনায় মন্ত্রী সান্তনা চাকমা এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। পরে অতিথিদের সংবর্ধনা জানানো হয় এবং আয়োজকদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।আয়োজকরা জানান, তিন দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস, ভাষা, লোকসংস্কৃতি এবং সামাজিক চেতনার বিভিন্ন দিক প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তারা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের গুরুত্বের ওপর জোর দেন এবং সমাজের সামগ্রিক বিকাশে সাংস্কৃতিক চর্চার ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

SACHIN DEB BARMAN MEMORIAL GOVT. MUSIC COLLEGE
Lichubagan, Agartala, Pin-799010

Website: - https://www.sdmgovtmusiccollege.in Email: - sdmgovtmusiccollege@gmail.com

দ্বিতীয় পর্বের ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

কোর্স	বিষয়	যোগ্যতা	ফর্ম বিলি ও জমা	যোগ্যতা নির্ধারক	নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীর	ভর্তি
৪ বছরের ডিগ্রী কোর্স (BPA)	১) হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীত, ২) রবীন্দ্র সঙ্গীত, ৩) তবলা ৪) যন্ত্র সঙ্গীত : (সেতার, সরোদ) ৫) নৃত্য - কত্থক, ভরতনাট্টম, মণিপুরী	উচ্চ মাধ্যমিক পাস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যোগ্যতা নির্ধারক ভর্তি পরীক্ষার (ক্রিয়াত্মক) মাধ্যমে যাচাই করে ভর্তি করানো হবে।	২০ জুন থেকে ২০ জুন, ২০২৬	পরীক্ষা ০২ জুলাই ২০২৬ সকাল ১১টা	নামের তালিকা প্রকাশ ০২ জুলাই ২০২৬	০৩-০৪ জুলাই ২০২৬ সকাল ১১টা

Sd/-
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়
লিচুবাগান, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

ভর্তি ফর্ম Website কলেজ থেকে Downloadকরা যেতে পারে।
Website :-https://www.sdmgovtmusiccollege.in

ICA/D-380/26

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTÄADC/ME3/CPWD/Railway/Other State PWD on 24/06/2026.

TENDER

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	2nd Call for the Construction of CWSN Toilet Block and Ramp and Handrail at PM SHRI Poangbari High School under PM SHRI Scheme under Poangbari RD Block of South Tripura District for the year 2024-25 PNIeT No: 40/EE/ENGG. CELL/ DSE/2026-27 DNIET No: 01/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27.	Rs. 404000.00	Rs. 8080.00	90 Days	24/06/2026 17:300 Hrs	25/06/2026 11:00 Hrs	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	2nd Call for the Construction of 06(Six) nos Girls Toilets in 06(Six) different Schools under Bokafa, Hrishyamukh and Santirbazar MC of South Tripura District for the year 2026-27. PNIeT No: 41/EE/ENGG. CELL/ DSE/2026-27 DNIET No: 07/SE/ENGG.CELL/ DSE/2025-26	Rs. 3300000.00	Rs. 66000.00	90 Days	24/06/2026 17:300 Hrs	25/06/2026 11:00 Hrs	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
3	2nd Call for the Construction of 05(Five) nos Girls Toilets in Baramura North JB, Barnarayan SB, Kathalia Bari SB. Kaichya Khola Model Eng. Med and Bairagimura Model Eng. Med. Schools under Nalchar, Kathalia and Mohanbhog RD Blocks of Sepahijala District for the year 2025-26. PNIET No: 42/EE/ENGG. CELL/ DSE/2026-27 DNIET No: 16/SE/ENGG.CELL/ DSE/2025-26.	Rs. 2750000.00	Rs. 55000.00	90 Days	24/06/2026 17:300 Hrs	25/06/2026 11:00 Hrs	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
No.F.17 (13-226/SE/ENGG/2025-26/490-92 Dated, Agartala the 18/06/2026

ICA/C-869/26

Dhirendra Debbarma
Executive Engineer Engineering Cell.
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

ছয় দফা দাবি নিয়ে শিক্ষা বিভাগের এক্সিকিউটিভ মেম্বারের কাছে টিএসইউ-এর স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন : ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (টিএসইউ)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে টিটিএডিসি-র শিক্ষা বিভাগের এক্সিকিউটিভ মেম্বার সি. কে. জমাতিয়ার নিকট ছয় দফা দাবিসংবলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

স্মারকলিপিতে টিটিএডিসি এলাকার শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়ন, শিক্ষক সংকট দূরীকরণ এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে টিটিএডিসি এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে একক-শিক্ষক সমস্যার সমাধানে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ, একটি ডি.এল.এড এবং একটি বি.এড কলেজ স্থাপন, খুমুলুঙ ডিগ্রি কলেজে ককবরক, বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু, কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য বাস পরিষেবা চালু, ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং জামপুইজলা ও মান্দাই এলাকায় নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠা।

স্মারকলিপি প্রদান শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে টিএসইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা বলেন, টিটিএডিসি প্রশাসনের অধীনে মোট ১,৬৩৩টি বিদ্যালয় রয়েছে, যার মধ্যে অধিকাংশই একক-শিক্ষকের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১০০টি বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।

তিনি বলেন, বর্তমানে বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতী বি.এড ও ডি.এল.এড ডিগ্রি অর্জন করেও চাকরির অপেক্ষায় রয়েছেন। তাই দ্রুত শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক সংকট দূর করা সম্ভব।এছাড়া টিটিএডিসি এলাকায় ডি.এল.এড ও বি.এড কলেজ স্থাপনের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষক-প্রশিক্ষণের জন্য এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের রাজ্যের বাইরে যেতে হয়, ফলে তাদের অতিরিক্ত আর্থিক ব্যয় ও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।টিএসইউ নেতৃত্ব আশা প্রকাশ করেছে, শিক্ষা বিভাগের এক্সিকিউটিভ মেম্বার উত্থাপিত দাবিগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

‘পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৬-২৭’ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা

আগরতলা, ১৮ জুন : পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের জেলা সভার প্রথম বৈঠক বৃহস্পতিবার জেলা শাসক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মূলত ‘পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) ২০২৬-২৭’-এর খসড়া রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।জানা গেছে, এদিনের বৈঠকে আগামী অর্থবর্ষের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাথমিক কাঠামো নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তী বৈঠকে আলোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।সভায় জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় আগামী অর্থবছরে গ্রহণযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প নির্বাচন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, জীবিকাভিত্তিক কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা স্থানীয় চাহিদা ও জনগণের মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে প্রকল্পগুলির স্বচ্ছ ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার ওপরও জোর দেওয়া হয়।সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। এছাড়াও জেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

অবিরাম বর্ষণে বেহাল বামুটিয়া বিধানসভার রাস্তাঘাট, চরম দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ

বামুটিয়া, ১৮ জুন : টানা বর্ষণের জেরে বামুটিয়া বিধানসভার বিভিন্ন এলাকার রাস্তাঘাটের অবস্থা ক্রমশই বেহাল হয়ে উঠেছে। কামালঘাট, নোয়াগাঁও, লেম্বুছড়া, কালাপানিয়া, গান্ধীগ্রাম, তেবাড়িয়া-সহ একাধিক গ্রাম ও বাগান এলাকার সড়ক বর্তমানে বড় বড় গর্ত, কাদা এবং জলাবদ্ধতায় কার্যত চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাগুলির যথাযথ সংস্কার না হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই বিভিন্ন স্থানে জল জমে যাচ্ছে। অনেক এলাকায় রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে মূল সড়কের অস্তিত্ব পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। দুই চাকার যানবাহন, অটোরিকশা, ছোট গাড়ি এমনকি জরুরি পরিষেবার যানবাহন চলাচলও ব্যাহত হচ্ছে। এলাকাবাসীর দাবি, প্রতিনিয়ত ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বেড়েই চলেছে।সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখে পড়ছেন স্কুল-কলেজগামী ছাত্রছাত্রী, কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। শিক্ষার্থীদের কাদা ও জল মাড়িয়ে বিদ্যালয় ও কলেজে যেতে হচ্ছে। অন্যদিকে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারে পৌঁছাতে বিলম্ব হচ্ছে, বাড়ছে পরিবহন খরচ। ব্যবসায়ীরাও পণ্য পরিবহণে সমস্যার কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।এছাড়াও অসুস্থ ব্যক্তিদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও গুরুতর সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বর্ষাকালে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।বিশেষ করে পূর্ব বামুটিয়া পঞ্চায়েতের কালীবাজার থেকে নোয়াগাঁও যাওয়ার সড়কের রাজেন্দ্র সরকারের বাড়ি থেকে বাদল চন্দ্র দাসের বাড়ি হয়ে হরেন্দ্রনগর বাজার বস্তি পর্যন্ত বিস্তৃত অংশটির অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই অত্যন্ত শোচনীয় বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীর দাবি, ২০২৪ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হেল্পলাইনে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভ উগরে দিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। তারা বামুটিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, বামুটিয়া মণ্ডল সভাপতি শিবেন্দ্রচন্দ্র দাস, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন দীপক কুমার সিনহা, জেলা পরিষদ সদস্য শিলা দাস সেন এবং বর্তমান বিধায়ক নয়ন সরকারের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করে এলাকাবাসীর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে জরুরি ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কগুলির পরিদর্শন ও সংস্কার কাজ শুরু করা প্রয়োজন। স্থানীয়দের মতে, উন্নয়নের প্রকৃত প্রতিফলন তখনই সম্ভব যখন সাধারণ মানুষ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে চলাচলের সুযোগ পাবেন।

‘কালা হিরণ’ মুক্তির আগে পাকিস্তান থেকে প্রাণনাশের হুমকি, দাবি প্রযোজক অমিত জানির

মুম্বই, ১৮ জুন (আইএএনএস): আসন্ন ছবি ‘কালা হিরণ’-এর প্রযোজক অমিত জানি দাবি করেছেন, ছবিটি মুক্তির আগে তিনি পাকিস্তান থেকে প্রাণনাশের হুমকি পাচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, নিজেকে পাকিস্তানি জঙ্গি হিসেবে পরিচয় দেওয়া শাহজাদ ভাট্টি নামে এক ব্যক্তি তাঁকে ফোন ও বার্তার মাধ্যমে হুমকি দিচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ একটি দীর্ঘ পোস্ট করে অমিত জানি বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, ওই ব্যক্তি বলিউড অভিনেতা সালমান খানের সমর্থনে তাঁর বিরুদ্ধে ড্রোন ও গ্রেনেড হামলার হুমকি দিয়েছে।

পোস্টে অমিত জানি লেখেন, “রাতের বেলা শাহজাদ ভাট্টি নামে ঘোষিত এক পাকিস্তানি জঙ্গির কাছ থেকে ফোন ও বার্তা পাচ্ছি। সে সালমান খানের পক্ষ নিয়ে আমাকে ড্রোন ও গ্রেনেড হামলায় হত্যা করার হুমকি দিচ্ছে। বিষয়টি আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, রাজস্থান পুলিশ এবং সিআরপিএফ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।”

তিনি আরও দাবি করেন, “সালমান খান বর্তমানে দুই দিক থেকে লড়াই করছেন। একদিকে ‘কালা হিরণ’ মামলায় দিল্লি হাইকোর্টে শুনানি চলছে, অন্যদিকে তাঁর ‘টুলকিট’-এর মাধ্যমে হাজার হাজার হুমকি পাঠানো হচ্ছে।”

উল্লেখ্য, ‘কালা হিরণ’ ছবিটি সালমান খানকে ঘিরে বহুল আলোচিত কৃষ্ণসার (ব্ল্যাকবাক) শিকার মামলার ঘটনাকে ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে। ছবিটি বাস্তব ঘটনার অনুপ্রেরণায় তৈরি হওয়ায় এর মুক্তি আটকাতে তাঁর ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেও দাবি করেন প্রযোজক।

অমিত জানির অভিযোগ, “ডি-কম্পানির নামে আসা হুমকিতে আমি ভয় পাইনি। এখন আমাকে ফোন ও বার্তা পাঠানোর জন্য ঘোষিত জঙ্গি শাহজাদ ভাট্টিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু আমি ভয় পাই না। আমাকে হত্যা করা হলেও আমার দল ‘কালা হিরণ’ মুক্তি দেবে, যাতে বিশ্ব বিশ্নোই সম্প্রদায়ের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস জানতে পারে।”

তবে অমিত জানির এই অভিযোগগুলির বিষয়ে সালমান খান বা তাঁর প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এর আগে প্রযোজক অভিনেতা গোবিন্দ নামদেবের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপের ঘোষণা করেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, গোবিন্দ নামদেব ছবিটি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেছেন এবং ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ছবিতে কাজ করার দাবি করেছেন।

কয়েক দিন আগে অমিত জানি আরও দাবি করেছিলেন যে, সালমান খানের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে একটি আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছিল, যা তিনি ক্যামেরার সামনে ছিঁড়ে ফেলেন।

ঘটনার সত্যতা ও হুমকির উৎস সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি তদন্ত করছে কি না, সে বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: গ্রুপ ‘এ’-তে হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে মুখোমুখি মেক্সিকো ও দক্ষিণ কোরিয়া

মেক্সিকো সিটি, ১৮ জুন (আইএএনএস): ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এ আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইংল্যান্ড বা পর্তুগালের মতো তারকাখচিত দলগুলির ম্যাচ যতটা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে, মেক্সিকো ও দক্ষিণ কোরিয়ার গ্রুপ ‘এ’-র লড়াই হয়তো ততটা প্রচারের আলো পায়নি। তবে এই ম্যাচটিই গ্রুপ পর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সংঘর্ষে পরিণত হতে পারে বলে মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা।

দুই দলই নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে। ফলে এই ম্যাচে জয়ী দল নক-আউট পর্বে ওঠার পথে অনেকটাই এগিয়ে যাবে। পাশাপাশি গ্রুপ ‘এ’-র শীর্ষস্থান দখলের লড়াইয়েও এই ম্যাচের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

ম্যাচটি কৌশলগত দিক থেকেও বেশ আকর্ষণীয়। মেক্সিকো বরাবরই বল দখলভিত্তিক, কারিগরি দক্ষতা নির্ভর এবং আক্রমণাত্মক সমন্বিত ফুটবলের জন্য পরিচিত। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান শক্তি দ্রুত গতি, উচ্চ তীব্রতা এবং পাল্টা আক্রমণে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলা। এই ম্যাচের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আঞ্চলিক গৌরবের প্রশ্নও।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিট পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছেঃ জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: আগামী ২১ জুন সারা দেশের সাথে রাজ্যেও নিট পরীক্ষা (ন্যাশনাল ইলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট) গ্রহণ করা হবে। পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক ডা বিশাল কুমার জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রায় ৪৫০০ পরীক্ষার্থী নিট পরীক্ষায় বসবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান, প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের ১০০ মিটার এলাকার মধ্যে কোন ধরণের অনুষ্ঠান, স্বরবর্ধক যন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে না। দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন সবার সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

অনুপ্রবেশ রোধে সাফল্যের জন্য শুভেন্দু অধিকারী সরকারকে প্রশংসা রাজ্যপালের

কলকাতা, ১৮ জুন (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি. ভি. আনন্দ বোস (আর.এন. রবি হিসেবে উল্লিখিত) বৃহস্পতিবার রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি দাবি করেন, পূর্ববর্তী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে যে অনুপ্রবেশের সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, বর্তমান সরকার তা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের সূচনা হয় রাজ্যপালের ভাষণের মাধ্যমে। ভাষণে তিনি বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে দীর্ঘদিনের অনুপ্রবেশের কারণে জনবিন্যাসে (ডেমোগ্রাফি) পরিবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরেন।

রাজ্যপাল বলেন, “পূর্ববর্তী সরকারের আমলে যেসব অসামাজিক শক্তি আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়েছিল, বর্তমান সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে। একই সঙ্গে অবৈধ বিদেশি ও অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের ফেরত পাঠানোর উদ্যোগও জোরদার করা হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্তের যেসব অংশে এখনও কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়নি, সেখানে কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যে কোনও মূল্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।”

দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি ও তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যও বর্তমান পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকাকে প্রশংসা করেন রাজ্যপাল।

এছাড়াও তিনি কলকাতা মেট্রো সম্প্রসারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে পূর্ববর্তী সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য, “কলকাতা মেট্রো রেলের সম্প্রসারণের কাজ দীর্ঘদিন আটকে ছিল। নতুন সরকার সেই কাজ পুনরায় শুরু করেছে।”

বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া বিধানসভার বাজেট অধিবেশন আগামী ২৫ জুন পর্যন্ত চলবে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ২২ জুন ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বিধানসভায় অন্তর্বর্তীকালীন (ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট) বাজেট পেশ করেছিলেন। এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিতব্য বিধানসভা নির্বাচনের কারণে তখন পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা সম্ভব হয়নি। ৪ মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করে।

গত সপ্তাহে অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব পাওয়ার পর অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানিয়েছিলেন, করের হার বৃদ্ধি না করেই রাজ্যের নিজস্ব কর-রাজস্ব বৃদ্ধি করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

নিট-ইউজি পুনঃপরীক্ষা: ২১ জুনের পরীক্ষাকে ঘিরে প্রস্তুতি পর্যালোচনা, স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত আয়োজনের নির্দেশ শিক্ষামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (আইএএনএস): আগামী ২১ জুন অনুষ্ঠিতব্য নিট-ইউজি পুনঃপরীক্ষা সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্তভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি পর্যালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তিনি পরীক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সততা, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বজায় রাখার ওপর জোর দেন।

বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্তৃপক্ষকে সর্বদা সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন এবং পুনঃপরীক্ষা অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলেন।

ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের মনোনীত আধিকারিকরা বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে পুনঃপরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় করবেন এবং তাঁরা জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা (এনটিএ)-র মহাপরিচালকের নেতৃত্বাধীন কমান্ড সেন্টারে সরাসরি রিপোর্ট করবেন।

তিনি রাজ্য সরকারের মনোনীত নোডাল আধিকারিকদেরও নির্দেশ দেন, যাতে পরীক্ষার্থীরা কোনও ধরনের চাপ ছাড়াই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সব সুবিধা নিশ্চিত করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বৈঠকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক, বিভিন্ন রাজ্য সরকার, এনটিএ, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের সচিব সঞ্জয় কুমার, উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব বিনীত যোশী এবং এনটিএ-র মহাপরিচালক অভিষেক সিং।

স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের সচিব সঞ্জয় কুমার বলেন, পরীক্ষার্থীদের মানসিকভাবে স্বস্তিতে রাখতে প্রয়োজনীয় সব সুবিধা দিতে হবে। পরীক্ষার আগে বসার ব্যবস্থা এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের মতো মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করার ওপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব বিনীত যোশী বলেন, পুনঃপরীক্ষার আগে বাকি সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সক্রিয় সমন্বয়, সময়মতো নির্দেশিকা প্রচার এবং নির্ধারিত সমস্ত প্রোটোকল কঠোরভাবে অনুসরণের প্রয়োজন রয়েছে।

এনটিএ-র মহাপরিচালক অভিষেক সিং জানান, জেলা শাসকদের নেতৃত্বাধীন জেলা পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি, রাজ্য পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থাসহ সমস্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে এনটিএ, যাতে পুনঃপরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়।

বৈঠকে পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তুতি, সমন্বয় ব্যবস্থা, নিরাপত্তা প্রোটোকল, লজিস্টিক ব্যবস্থা, অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষার নির্দেশিকা অনুসরণের বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সমস্ত অংশীদার সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজায় রেখে পুনঃপরীক্ষা সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নিজের পছন্দের নিরাপত্তারক্ষী পাওয়া সম্ভব নয়: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৮ জুন (আইএএনএস): প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের অভিযোগ খারিজ করে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনও অবস্থাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পছন্দের ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী (পিএসও) বেছে নিতে পারবেন না।

বুধবার কলকাতা পুলিশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তায় দীর্ঘদিন ধরে নিযুক্ত থাকা দুই ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীকে বদলি করে নতুন দুই পিএসও নিয়োগ করে। ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই ওই দুই নিরাপত্তারক্ষী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। নতুন পিএসও-রাও কালিঘাট রোডের বাসভবনে পৌঁছন।

জনস্বার্থে ছয় দফা দাবিতে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন আমরা বাঙালির

আগরতলা, ১৮ জুন : নারী নির্যাতন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব, মাদকদ্রব্যের বিস্তার এবং পুরনিগম এলাকায় কর বৃদ্ধি-সহ বিভিন্ন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল আমরা বাঙালি দল। দলের এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছয় দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেয়।

দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, রাজ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, পেট্রোল-ডিজেল, রান্নার গ্যাস, ওষুধপত্র, ভোজ্যতেল, ডাল, চিনি-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। পাশাপাশি নারীঘটিত অপরাধ, মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের বিস্তার রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে উদ্বেগজনক করে তুলেছে বলেও দাবি করা হয়।

প্রতিনিধি দলের বক্তব্য, গত ১০ জুন শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে মনীষা দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং ১২ জুন উদয়পুর মহকুমার আঠারভোলা দারকাথাং এলাকায় নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় রাজ্যবাসীর মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এই ধরনের ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত ও দ্রুত বিচারের দাবি জানায় সংগঠনটি।

স্মারকলিপিতে তারা দাবি জানায়, শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে মনীষা দাসের মৃত্যুর ঘটনায় কর্মরত হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে দিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। নারী নির্যাতনের ঘটনায় রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা না করে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন এবং দ্রুত বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় আইনি সংশোধনের দাবিও জানানো হয়।

এছাড়াও, মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন ও বিক্রি বন্ধ, কালোবাজারি দমন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, ব্লকভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে রাজ্যের সকল মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং পুরনিগমের বর্ধিত এলাকায় খালি জমির উপর আরোপিত বর্ধিত কর প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

দলের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয় যে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে উত্থাপিত এই দাবিগুলির বিষয়ে প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

তেলিয়ামুড়ার অন্যতম সামাজিক সংগঠন রাজদূত ক্লাবের উদ্যোগে বিনামূল্যে মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ জুন: তেলিয়ামুড়ার অন্যতম সামাজিক সংগঠন রাজদূত ক্লাবের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার আয়োজন করা হলো বিনামূল্যে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির। তেলিয়ামুড়ায় অনুষ্ঠিত হয় সামাজিক সংগঠন রাজদূত ক্লাবের উদ্যোগে বিনামূল্যে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির।

স্বাস্থ্য শিবিরে রাজধানীর আইএলএস হাসপাতাল থেকে আগত বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সাধারণ মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন ।শিবিরে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা, পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এলাকার অসংখ্য সাধারণ মানুষ এই শিবিরে অংশগ্রহণ করে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন ।এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্যসচেতক তথা তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিমল রক্ষিত, রাজদূত ক্লাবের সভাপতি তথা তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায় সহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্য ও বিশিষ্টজনেরা ।রাজদূত ক্লাবের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন উপস্থিত সকলে। এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের শিবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মত প্রকাশ করেন অতিথিরা।

কৈলাসহরে বিজেপির বুদ্ধিজীবী সম্মেলন, ‘বিশ্বাস, ভরসা ও জনকল্যাণের ১২ বছর’ উপলক্ষে আলোচনা

কৈলাসহর, ১৮ জুন : ‘বিশ্বাস, ভরসা ও জনকল্যাণের ১২ বছর’ উপলক্ষে এবং ‘বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা’-কে সামনে রেখে ঊনকোটি জেলা বিজেপির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কৈলাশহরের চণ্ডীপুরস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ হল গৃহে এক বুদ্ধিজীবী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে কৈলাসহর ও আশপাশের এলাকার বিভিন্ন পেশায় কর্মরত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষিত নাগরিক এবং সাংবাদিকদের উত্তরীয় পরিয়ে ও মিষ্টিমুখ করিয়ে সম্মান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য ওবিসি কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান এম. কে. নাথ, ঊনকোটি জেলা বিজেপির সভাপতি বিমল কর, ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মফস্বর আলী, জেলা স্ট্র্যাটেজি অফিসার গোপাল মল্লিক এবং রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক সঞ্জীব চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের সূচনায় অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর দলীয় রীতি অনুসারে ভারত মাতা, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের গত ১২ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরা হয়।

সম্মেলনে উপস্থিত বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়েও আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা বিজেপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মী-সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন।

কৈলাসহর পুর পরিষদের উদ্যোগে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ জুন: কৃতি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে আজ কৈলাসহর পুর পরিষদের উদ্যোগে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী গিরীরাজনন্দ। সভাপতিত্ব করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারাপার্সন চপলা দেব রায়। অতিথিগণ পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানান এবং আরও সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৬৮ জন মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রছাত্রী এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৭ জন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তারা সবাই ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য নেতাজী বিদ্যাপীঠ ইংলিশ মিডিয়াম এইচ এস স্কুলকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নীতিশ দে, জেলা শিক্ষা আধিকারিক রাজেশ দেববর্মা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৈলাসহর পুর পরিষদের ডেপুটি সিইও হেমন্ত ধর।

তৃণমূল স্তরের প্রশাসনিক পর্যালোচনায় ডুকলি

● আটের পাতার পর

হয়েছে, এই ধরনের নিয়মিত মাঠপর্যায়ের পরিদর্শন প্রশাসনের জবাবদিহিতা, প্রকল্প বাস্তবায়নের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ এবং জনমুখী সুশাসনের প্রতি তাদের অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।

প্রশাসনের এই উদ্যোগের মাধ্যমে পশ্চিম ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে সরকারি পরিষেবা ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি আরও কার্যকর ও সমতাভিত্তিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারের দৃঢ় অবস্থান আবারও স্পষ্ট হয়েছে।

বিলোনীয়ায় নেশামুক্ত ভারত সপ্তাহ উদযাপন করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ১৭ জুন থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত নেশা মুক্ত ভারত সপ্তাহ উদযাপন করা হবে। আজ জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান মোঃ সাজাদ পি। নেশা মুক্ত ভারত সপ্তাহ উপলক্ষে জেলার তিনটি মহকুমায় পোস্টার মেকিং এবং শর্ট ভিডিও তৈরী প্রতিযোগিতা আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া নেশার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে জেলার যুবক-যুবতীদের ”নেশা মুক্ত মিত্র” হিসেবে ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করার আহ্বান জানান জেলাশাসক।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মৌর্য কৃষ্ণ সি। তিনি নেশাজাতীয় দ্রব্য সংক্রান্ত তথ্য পুলিশকে জানাতে সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানান এবং এ জন্য টোল-ফ্রি জরুরি নম্বর ১১২-এ যোগাযোগ করার অনুরোধ করেন।

বেহাল ইটভাট্টা মহাশ্মশান, চরম দুর্ভোগে মৃতদেহ সৎকারে আসা পরিবারগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১৮ জুন : বিশ্রামগঞ্জের ইটভাট্টা মহাশ্মশানের বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। শ্মশানঘাটের পরিকাঠামোগত অব্যবস্থা ও দীর্ঘদিনের সংস্কারের অভাবে মৃতদেহ সৎকার করতে আসা পরিবারগুলিকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, মহাশ্মশানের চুল্লি দীর্ঘদিন ধরে ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই মাটিতে অস্থায়ী চুল্লি তৈরি করে মৃতদেহ দাহ করতে হচ্ছে। এছাড়াও শ্মশান সংলগ্ন এলাকায় নদীভাঙনের কারণে শ্মশানের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর।

অভিযোগ রয়েছে, শ্মশানে যাওয়ার প্রধান রাস্তা বর্তমানে কাদায় ভরা এবং বর্ষাকালে হাঁটু সমান কাদা জমে থাকায় মৃতদেহ নিয়ে যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি শ্মশান চত্বরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও নেই। সন্ধ্যার পর বা রাতের বেলায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে আসা মানুষদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে শ্মশানের সংস্কার ও উন্নয়নের দাবি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা সরকারের কাছে জরুরি ভিত্তিতে শ্মশান ঘাটের সংস্কার, নতুন চুল্লি নির্মাণ, রাস্তা মেরামত, আলোর ব্যবস্থা এবং নদীভাঙন রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

তাদের মতে, দ্রুত উন্নয়নমূলক কাজ শুরু না হলে আগামী দিনে সমস্যার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং শেষকৃত্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক কাজ সম্পন্ন করাও কঠিন হয়ে পড়বে।

সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক দপ্তরে কর্মসংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন, নির্ধারিত সময়ে কর্মীদের অনুপস্থিতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৮ জুন : সরকারি দপ্তরে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন নির্দেশিকা জারি থাকলেও সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমও) দপ্তরে সেই নিয়ম যথাযথভাবে মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। দপ্তরের কর্মীদের একাংশের অনিয়মিত উপস্থিতির কারণে সাধারণ মানুষকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে দাবি বিভিন্ন মহলের।

বৃহস্পতিবার অফিস চলাকালীন সময়ে দপ্তরে গিয়ে দেখা যায়, একাধিক কর্মচারী নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। অভিযোগ, দপ্তরের বিভিন্ন কর্মী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অফিসে আসছেন এবং সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী উপস্থিতি নিশ্চিত করা হচ্ছে না। এর ফলে দপ্তরের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদিন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমও) ছুটিতে থাকায় তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক ডা. দীপ দেববর্মাকেও অফিসে পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। বিষয়টি ঘিরে কর্মসংস্কৃতি ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অভিযোগকারীদের মতে, কর্মীদের অনিয়মিত উপস্থিতির কারণে বিভিন্ন কাজে আসা সাধারণ মানুষকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পরিষেবা না পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। বিভিন্ন মহলের অভিমত, সরকারি দপ্তরে কর্মসংস্কৃতি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের আরও কঠোর নজরদারি প্রয়োজন। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বার্থে সরকারি নির্দেশিকা যথাযথভাবে পালন হচ্ছে কি না, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণের দাবি উঠেছে।

বাইপাস সড়কের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন মেয়র, সাত দিনের মধ্যে অস্থায়ী সংস্কারের নির্দেশ

আগরতলা, ১৮ জুন : আগরতলা বর্ডার গোলচক্কর থেকে জয়পুর পর্যন্ত সড়কের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বৃহস্পতিবার এলাকাটি পরিদর্শন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুর কমিশনার সাজু ওয়াহেদ, রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্মাণ সংস্থার প্রতিনিধিরা।

জানা গেছে, বামুটিয়া থেকে সাবরুম পর্যন্ত চলমান বাইপাস প্রকল্পের কাজের একটি অংশ ধীরগতিতে এগোনোর ফলে বর্ডার এলাকা থেকে জয়পুর পর্যন্ত সড়কের বিভিন্ন স্থানে খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে প্রতিদিন সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

পরিদর্শনকালে মেয়র দীপক মজুমদার সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। তিনি স্পষ্ট করে জানান, যে সংস্থাই কাজের দায়িত্বে থাকুক না কেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। রাজ্য সরকার সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং নির্ধারিত সময়সীমা মেনে কাজ সম্পন্ন না হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র জানান, আগামী সাত দিনের মধ্যে জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলিতে অস্থায়ী সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে। পাশাপাশি বর্ষার সময় যাতে জল জমে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ না বাড়ে, সেজন্য প্রয়োজনীয় স্থানে অস্থায়ী কাঁচা নিকাশি নালা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, চলমান প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের সমস্যা দূর করাও প্রশাসনের অন্যতম অগ্রাধিকার। এ কারণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে সমন্বয় রেখে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এলাকাবাসী আশা প্রকাশ করেছেন, প্রশাসনের এই উদ্যোগের ফলে দীর্ঘদিনের ভোগান্তির কিছুটা হলেও অবসান ঘটবে।

মরণফাঁদে পরিণত মাটিয়া এলাকার

● আটের পাতার পর

দপ্তরের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই দ্রুত রাস্তাটি নতুন করে নির্মাণ অথবা জরুরি ভিত্তিতে সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন মাটিয়া এলাকার মানুষ। তাদের মতে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন না হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবার ক্ষেত্রেও ব্যাপক সমস্যা তৈরি হবে।

আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটের কো: ফাইনালে আজ ভবনসবড়দোয়ালী ও ডিরোজিও-আম্বেদকর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনালের লাইন আপ চূড়ান্ত। আগামীকাল, শুক্রবার সকাল, দুপুর মিলিয়ে দুটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একইভাবে পরবর্তী দুটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২১ জুন। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলা শেষে ইতোমধ্যে আটটি গ্রুপ থেকে যথাক্রমে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির, হেনরি ডিরোজিও একাডেমি, নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন, মধুবন ডুকলি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল, বড়দোয়ালি স্কুল, ড় বি আর আম্বেদকর স্কুল, সুখময় স্কুল, বিদ্রোহী কবি নজরুল স্কুল মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আগামীকাল, শুক্রবার টিআইটি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির ও বড়দোয়ালী স্কুল দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বেলা একটায় একই মাঠে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি এবং ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। ২১ জুন টিআইটি গ্রাউন্ডেই সকাল সাড়ে আটটায় তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এবং সুখময় স্কুল পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। বেলা একটায় একই মাঠে অন্তিম কোয়ার্টার ফাইনালে মধুবন ডুকলি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল খেলবে বিদ্রোহী কবি নজরুল স্কুলের বিরুদ্ধে। ৩০ জুন দুটি সেমিফাইনাল এবং২৫ জুন ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

বৃষ্টি বিঘ্নিত ব্লাডমাউথ-মৌচাকের ফাইনাল ম্যাচ রিজার্ভ ডে হিসেবে আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফাইনাল ম্যাচ বলে কথা। বৃষ্টিতে মাঝপথে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচ আগামীকাল, শুক্রবার রিজার্ভ ডে তে ফের অনুষ্ঠিত হবে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। খেতাবী লড়াইয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলছে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে। এমবিবি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ৯ টায় যথারীতি ম্যাচ শুরু হয়েছিল। ব্লাড মাউথের ইনিংস শেষে মৌচাক ক্লাব ও যথারীতি ২১ টি বল খেলে নিয়েছিল। ইতোমধ্যেই ভেস্তে যায় খেলা। নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষার পরও খেলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি বলে রিজার্ভ ডে হিসেবে আগামীকাল, শুক্রবার ম্যাচটি রেফার করা হয়। ব্লাড মাউথ ক্লাব আজ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ২৫১ রান সংগ্রহ করেছিল। দলের পক্ষে অম্বিকা দেবনাথ এর ৮৯ রান, নিকিতা দেবনাথ এর ৫৭ রান এবং ঋজু সাহার ৪৯ রান উল্লেখযোগ্য। এদিকে, মৌচাক ক্লাবের পক্ষে পূজা দাস ৪৪ রানে তিনটি, অঙ্কিতা পাটারী এবং অনুষ্কা একটি করে উইকেট পেয়েছেন। আগামীকাল রিজার্ভ ডে তে পুনরায় অনুষ্ঠিতব্য ফাইনাল ম্যাচে শেষে কোনদল সাফল্য পায় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

সবুজ সংঘ-কে হারিয়ে জয়ের হ্যাট্রিক স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের। টানা তিন ম্যাচে দুর্দান্ত ভাবে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব গ্রুপে প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত লংতরাই সি ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের। বি গ্রুপের খেলায় স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব বৃহস্পতিবার ৩-০ গোলের ব্যবধানে সবুজ সংঘ কে পরাজিত করে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। এটি স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের পক্ষে টানা তৃতীয় জয়। প্রথম ম্যাচে কেশব সংঘ কে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে সাই এস টি সি-কে হারানোর পর আজ, বৃহস্পতিবার নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষ সবুজ সংঘ কে তিন গোলে হারিয়ে বি গ্রুপে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করছে। উল্লেখ্য, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব প্রথমার্ধে এক গোলে এগিয়ে ছিল। খেলার ৪২ মিনিটের মাথায় কিষানজিৎ রিয়াং এর গোল দলকে ১-০ তে লিড এনে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে খেলার ৭৪ মিনিটের মাথায় কিষাণজিৎ ফের আরও একটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে দুই-শূন্য হয় তবে চার মিনিট বাদে সমরজিৎ রিয়াং একটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে তিন- শূন্য করে নেয়। আগামীকাল, শুক্রবার বেলা দেড়টায় এ গ্রুপের খেলায় এডিসি খেলবে সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে।

উমাকান্তকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় ভারতরত্ন সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ভারতরত্ন সংঘ। হারিয়েছে ৩-১ গোলের ব্যবধানে উমাকান্ত কোচিং সেন্টার কে। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত লংতরাই সি-ডিভিশন ফুটবল লিগের। এ গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ভারতরত্ন সংঘ ৩-১ গোলের ব্যবধানে উমাকান্ত কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দিনের দ্বিতীয় খেলায় ভারতরত্ন সংঘ প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়েছিল। খেলার ১৪ মিনিটের মাথায় প্রিয়তোষ দেববর্মার গোলে ভারতরত্ন সংঘ এক-শূন্যতে লিড নেয়। ৪২ মিনিটের মাথায় রাহুল রায় রিয়াং আরও একটি গোল করলে ব্যবধান ২-০ হয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে উমাকান্ত কোচিং সেন্টার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে খেলার ৫৬ মিনিটের মাথায় কেনি দেববর্মা একটি গোল করে ব্যবধান এক-দুইয়ে কমিয়ে আনে। কিন্তু খেলার ৭৪ মিনিটের মাথায় ভারতরত্ন সংঘের পক্ষে রুপম সাঁওতালের গোল দলকে তিন-একে লিড এনে দেয়। পরবর্তী সময়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্যে দুদলের আর কেউ কোনও গোল করতে পারেনি। তিন গোলে জয়ী হয়েই ভারতরত্ন সংঘ মাঠ ছাড়ে। আগামীকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটায় সাঁই এসটিসি খেলবে কেশব সংঘের বিরুদ্ধে।

'গোটা বিশ্বকে মানতে হবে মেসিই সর্বকালের সেরা ফুটবলার', দরাজ সার্টিফিকেট রোনাল্ডোর

ব্রাজিলের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার রোনাল্ডো নাজারিওর চোখে সর্বকালের সেরা ফুটবলারের নাম লিওনেল মেসি। পেলে, দিয়েগো মারাদোনাদের কথা মাথায় রেখেও প্রবাদপ্রতিম ব্রাজিলিয়ান বেছে নিয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকাকেই।

এই মুহূর্তে বিশ্বকাপ দেখতে যুক্তরাষ্ট্রেই রয়েছেন রোনাল্ডো। বুধবার আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে মেসির হ্যাটট্রিকও দেখেছেন। তার পরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "সারা বিশ্বের সব তর্ক থামিয়ে দিয়ে মেসিকেই সর্বকালের সেরা ফুটবলার মেনে নেওয়া উচিৎ। এটাই বাস্তব।" রোনাল্ডো এই বলেই থেমে থাকেননি তিনি। আরও যোগ করেন, "প্রত্যেকটা মরশুমেই শুধু সফল নয়। পাশাপাশি বিশ্বকাপেও নিজেকে মেলে ধরেছে। এটা একটা ঐতিহাসিক রাত্রি। যা না দেখলে বর্ণনা করা যায় না।"

রোনাল্ডো সাফ বলে দিচ্ছেন, সর্বকালের সেরা ফুটবলার কে, এই প্রশ্নে এতদিন ধরে যে লুকোচুরি চলে আসছে, সেটা এবার বন্ধ হওয়ার সময় এসে গিয়েছে। তাঁর কথায়, এই পরম সত্যটি মেনে নেওয়ার সময় এসেছে যে, মেসিই ফুটবল ইতিহাসের সর্বকালের সেরা ফুটবলার। সে প্রতিটি ঘরোয়া মরশুমে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বকাপে যেভাবে টানা পারফর্ম করে যাচ্ছে, এরপরও তাকে নিয়ে মানুষের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে কী করে?"

আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকের সঙ্গে সঙ্গেই মেসি বিশ্বকাপে ১৬ গোলের মালিক হয়ে গেলেন। জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসের সঙ্গে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে এক সারিতে উঠে এসেছেন তিনি, পিছনে ফেলেছেন রোনাল্ডোকেও। এই প্রসঙ্গেও ব্রাজিলের বিশ্বজয়ী ফরোয়ার্ডের বক্তব্য, "রেকর্ড তৈরি হয় ভাঙার জন্যই। আর যিনি এই রেকর্ড গড়েছেন তাঁর এই নজির ফুটবল প্রেমীদের কাছে নতুন কোনও চমক নয়।" অবশ্য এই প্রথম নয়, অতীতেও রোনাল্ডো নাজারিওর মুখে শোনা গিয়েছে।২০২৬ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের সর্বশেষ 'প্রথম ম্যাচ'টিতে জিতেছে কলম্বিয়া। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে আসা উজবেকিস্তানকে ৩—১ গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দলটি ।ম্যাচের প্রথম চল্লিশ মিনিটে কোনো গোলই পায়নি কলম্বিয়া। বিরতির আগে দানিয়েল মুনিওজের গোলে এগিয়ে যায় দলটি। তবে বিরতির পর ৬০তম মিনিটে উজবেকিস্তানকে ম্যাচে ফেরান আবেবোসবেগ ফাইজুল্লায়েভ। ১—১ সমতা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকেনি।

রোনাল্ডোই কি দলের বোঝা? পুরো ম্যাচ খেললেও খুঁজে পাওয়া গেল না ক্রিশ্চিয়ানোকে, কঙ্গোর কাছে হতাশাজনক ড্র পর্তুগালের

কাবো ভার্দের কাছে আটকে গিয়েছিল স্পেন। এ বার তাদের প্রতিবেশী দেশ পর্তুগালও শুরু করল হোঁচট খেয়ে। বুধবার ডিআর কঙ্গোর কাছে আটকে গেল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দল। ১-১ ফলে শেষ হল ম্যাচ। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলেও খুঁজে পাওয়া গেল না রোনাল্ডোকে। প্রশ্ন উঠে গেল, তিনিই কি দলের বোঝা?

লিয়োনেল মেসি, আর্লিং হালান্ড, কিলিয়ান এমবাপে এই মুহূর্তে বিশ্ব ফুটবলে যাঁদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়, তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে গোল পেয়েছেন। মেসি তো হ্যাটট্রিকও করেছেন। ফলে বুধবার রোনাল্ডো কী করেন সে দিকে অনেকেরই নজর ছিল। প্রথম দিনই তাঁরা হতাশ হয়ে পড়লে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। রোনাল্ডো আগাগোড়া যা খেললেন তাতে তাঁকে প্রথম একাদশে জোর করে রাখা হচ্ছে কি না, সেটা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।

কাতার বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর সঙ্গে তৎকালীন পর্তুগালের কোচ ফের্নান্দো সান্তোসের ইগোর লড়াই নিয়ে চর্চা হয়েছিল। রোনাল্ডোকে প্রথম একাদশে রাখতেন না সান্তোস, যা নিয়ে সমালোচনা হয়েছিল। বিশ্বকাপের পর চাকরিও যায়। পর্তুগালের কোচ হওয়ার পর রবার্তো মার্তিনেজ ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর দল হবে রোনাল্ডোকে ঘিরেই। তাই দলে একাধিক নেতা থাকা সত্ত্বেও ৪১ বছরের রোনাল্ডো প্রথম একাদশে তো ছিলেনই, তাঁর হাতেই উঠেছিল অধিনায়কের আর্মব্যান্ড। খেলার শেষে রোনাল্ডো নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে দেখতে পারেন, আদৌ নিজের জায়গার প্রতি সুবিচার করতে পারছেন তো?এ দিন হাতে গুণে বলা যাবে, ক'টি বল ধরেছেন তিনি। না একটি ভাল সুযোগ তৈরি করতে পেরেছেন, না বাকিদের করে দেওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে পেরেছেন। দ্বিতীয়ার্ধে যে দু'টি বল রোনাল্ডোর উদ্দেশে বাড়িয়েছিলেন ফ্রান্সিসকো কনসেসাও, তার অন্তত একটি থেকে গোল করা অবশ্যই উচিত ছিল। রোনাল্ডো দু'বারই বলে ঠিকঠাক পা লাগাতে পারেননি। হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন।

বস্তুত, রোনাল্ডোর নিজস্ব কৌশল নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বয়সের কারণে তিনি আগের মতো উইংয়ে খেলতে পারেন না বা দৌড়তে পারেন না ঠিক আছে। কিন্তু বল কাড়ার ন্যূনতম প্রয়াসও করতে দেখা যাবে না? এক সময় মনে হচ্ছিল পর্তুগাল খেলছে দশ জনে। রোনাল্ডোর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। না তাঁকে দেখা গেল নীচে নেমে আসতে। না দেখা গেল প্রতিপক্ষের পিছনে ধাওয়া করতে। এমন ফুটবলারকে তা হলে মাঠে রেখে কাজ কী, যাঁকে প্লেটে ধরে গোলের বল সাজিয়ে দিতে হবে!

পর্তুগালের হাতে অনেক ভাল ফুটবলার, বিশেষ করে মিডফিল্ডার রয়েছে। ব্রুনো ফের্নান্দেজ, ভিটিনহা, বের্নার্দো সিলভারা নিজেদের ক্লাবে নায়কের মর্যাদা পান। তাঁরা একসঙ্গে হলে কতটা ধ্বংসাত্মক ফুটবল খেলে পর্তুগাল, সে দিকে নজর ছিল। কিন্তু সেই জুটি, সেই বোঝাপড়া গোটা ম্যাচে তৈরি হল কোথায়? প্রত্যেকেই নিজের মতো করে খেললেন। ভিটিনহা গোটা ম্যাচে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। খেলা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। অথচ তাঁকে ম্যাচের শেষ দিকে তুলে নেওয়া হল। আর রেখে দেওয়া হল রোনাল্ডোকে!

পর্তুগালের রক্ষণে এক সময় পেপে দাপিয়ে খেলেছেন। সঙ্গে থাকতেন রিকার্ডো কার্ভালহো। এ দিন দু'জনেই মাঠে ছিলেন। পেপে ছিলেন ভিআইপি বক্সে। কার্ভালহো পর্তুগালের ডাগআউটে। দূর থেকে তাঁরা ভাবতেই পারেন, এ কোন দল! ডান দিক থেকে ভেসে আসা ক্রসে যখন ইয়োনে উইসা হেড করছেন, তখন তাঁকে কেউ আটকাননি। ধারেকাছেই ছিলেন না কেউ। স্কুল পর্যায়ের গাফিলতি দেখা গেল পর্তুগালের রক্ষণে। রেনাতো ভেগা এবং টমাস আরাউখোর বোঝাপড়ার অভাব বার বার দেখা গিয়েছে।

কঙ্গোর কৌশল ছিল একটাই ঘর বাঁচিয়ে আক্রমণে যাও। তারা জোর দিয়েছিল রক্ষণে। শুরুতেই ছ'মিনিটের মাথায় জোয়াও নেভেস যে ও রকম একটা গোল করে দেবেন, তা কঙ্গো ভাবতে পারেনি। পেদ্রো নেতোর ক্রসে আচমকা লাফিয়ে নিখুঁত হেডে বল জালে জড়ান নেভেস। এর পর কঙ্গো আরও সতর্ক হয়ে যায়। দীর্ঘদেহী ডিফেন্ডারেরা এরিয়াল বল পর্তুগালকে ছুঁতে দিচ্ছিলেন না। সেট পিস, কর্নার, সব দিকেই সমস্যা হচ্ছিল পর্তুগালের। বাধ্য হয়ে তারা ছোট কর্নার নেওয়া শুরু করে। তাতেও সাফল্য পায়নি। কারণ পাসের মাধ্যমে গোলের রাস্তা খোলার পথও বন্ধ করে দিয়েছিল কঙ্গো।একদম শেষে নামানো হল আগের বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করা গন্সালো রামোসকে। কনসিসাও এলেন বিরতিতে। নামানোই হল না সৃষ্টিশীল মিডফিল্ডার জোয়াও ফেলিক্সকে। শুধু রোনাল্ডো নন, পর্তুগালের কোচ মার্তিনেজের দল নির্বাচন নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন থাকছে। পর্তুগালের এই সোনালি প্রজন্ম বিশ্বকাপে হতাশ করলে তাঁর অবস্থাও হতে পারে সান্তোসের মতোই।ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ম্যাচে এই দৃশ্য খুব একটা বিরল নয়। আগেও দেখা গিয়েছে। আবার দেখা গেল। চলতি বিশ্বকাপের শুরুটা ভাল হয়নি রোনাল্ডোর। পর্তুগালের হয়ে কঙ্গোর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে দেখাই যায়নি তাঁকে। তাই খেলা শেষে রোনাল্ডোকে শুনতে হয়েছে বিদ্রুপ। লিয়োনেল মেসির নামে চিৎকার করে রোনাল্ডোকে টিটকিরি করেছেন দর্শকেরা। তা দেখে জবাবও দিয়েছেন সিআর৭। পর্তুগাল-কঙ্গো ম্যাচ শেষ হওয়ার পর রোনাল্ডো যখন টানেলের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন ঘটে এই ঘটনা। টানেলের কাছে গ্যালারিতে থাকা দর্শকেরা তাঁকে দেখে বিদ্রুপ করতে শুরু করেন। মেসির নামে চিৎকার শুরু করেন তাঁরা। রোনাল্ডোদের ম্যাচের কয়েক ঘণ্টা আগে খেলতে নেমেছিল আর্জেন্টিনা। হ্যাটট্রিক করে দলকে জিতিয়েছেন মেসি। সেই কারণেই হয়তো তাঁর নাম করে রোনাল্ডোকে টিটকিরি করেন দর্শকেরা।

প্রথমে মাঠা নিচু করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন রোনাল্ডো। কিন্তু টিটকিরি শুনে তিনি মাথা তোলেন। কিছু একটা বলেন। তার পরে টানেলের মধ্যে ঢুকে যান। রোনাল্ডো কী বলেছেন তা বোঝা না গেলেও তিনি যে টিটকিরির জবাব দিয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছিল।

খেলা শেষে রোনাল্ডোকে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেন, কেন এত খারাপ খেলল পর্তুগাল? কোথায় সমস্যা হচ্ছে? জবাবে রোনাল্ডো জানান, দলের কোনও খামতি খুঁজে পাননি তিনি। রোনাল্ডো বলেন, "আমি কোনও খামতি খুঁজে পাচ্ছি না। এটাই তো ফুটবল। আমরা জিততে পারতাম। ওরাও হারতে পারত। কিন্তু সেটা হয়নি। খেলা ড্র হয়েছে। একটা খেলা দেখে প্রশ্ন তোলার কিছু নেই।" এ কথা বলে সাজঘরে চলে যান সিআর৭।

তবে রোনাল্ডো যাই বলুন না কেন, পর্তুগালের খেলা দেখে একবারও মনে হয়নি কোনও পরিকল্পনা রয়েছে। সবচেয়ে খারাপ দেখায় রোনাল্ডোকে। হাতে গুণে বলা যাবে, ক'টি বল ধরেছেন তিনি। না একটি ভাল সুযোগ তৈরি করতে পেরেছেন, না বাকিদের করে দেওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে পেরেছেন। দ্বিতীয়ার্ধে যে দু'টি বল রোনাল্ডোর উদ্দেশে বাড়িয়েছিলেন ফ্রান্সিসকো কনসেসাও, তার অন্তত একটি থেকে গোল করা অবশ্যই উচিত ছিল। রোনাল্ডো দু'বারই বলে ঠিকঠাক পা লাগাতে পারেননি। হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন।

বস্তুত, রোনাল্ডোর নিজস্ব কৌশল নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বয়সের কারণে তিনি আগের মতো উইংয়ে খেলতে পারেন না বা দৌড়তে পারেন না ঠিক আছে। কিন্তু বল কাড়ার ন্যূনতম প্রয়াসও করতে দেখা যাবে না? এক সময় মনে হচ্ছিল পর্তুগাল খেলছে দশ জনে। রোনাল্ডোর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। না তাঁকে দেখা গেল নীচে নেমে আসতে। না দেখা গেল প্রতিপক্ষের পিছনে ধাওয়া করতে। এমন ফুটবলারকে তা হলে মাঠে রেখে কাজ কী, যাঁকে প্লেটে ধরে গোলের বল সাজিয়ে দিতে হবে! প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তিনিই কি পর্তুগালের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

সব দলের প্রথম ম্যাচ শেষ, দ্বিতীয় রাউন্ডের দৌড়ে কারা এগিয়ে

৪৭ ও ৪৮তম দল হিসেবে এবারের বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচটি খেলেছে উজবেকিস্তান ও কলম্বিয়া। অর্থাৎ ৪৮টি দলের প্রতিটি একটি করে ম্যাচ খেলেছে। প্রতিটি দলের এখনো দুটি করে ম্যাচ বাকি।

তবে কিছু দল শুরুতেই তিন পয়েন্ট তুলে দ্বিতীয় রাউন্ডের পথে কিছুটা হলেও এগিয়ে গেছে। বিশেষ করে যেসব গ্রুপে মাত্র একটি দল জয় পেয়েছে, সেসব শেষ বত্রিশে খেলার আশা করতেই পারে।

এখন দেখে নেওয়া যাক, সব দলের প্রথম ম্যাচ শেষে প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষে কারা, দ্বিতীয় স্থানে কারা।

'এ' গ্রুপশীর্ষে স্বাগতিক মেক্সিকো। উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে তারা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ কোরিয়ার পয়েন্টও ৩, তারা চেক প্রজাতন্ত্রকে হারিয়েছে ২-১ গোলে।

'বি' গ্রুপএই গ্রুপের প্রথম দুটি ম্যাচই ১-১ ড্র হয়েছে। সুইজারল্যান্ড ও কাতার এবং কানাডা ও বসনিয়া-হার্জেগোভিনাচারটি দলই একটি করে গোলে ১ পয়েন্ট করে পেয়েছে। তবে ফেয়ার প্লের নিয়মে শীর্ষে সুইজারল্যান্ড, দুইয়ে কানাডা।

'সি' গ্রুপ স্কটল্যান্ড তাদের প্রথম ম্যাচে হাইতিকে ১-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষে আছে। মরক্কো ও ব্রাজিল নিজেদের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছে। ফেয়ার প্লেতে দ্বিতীয় স্থানে মরক্কো। ব্রাজিল তিনে।

'ডি' গ্রুপযুক্তরাষ্ট্র প্রথম ম্যাচে প্যারাগুয়েকে ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে। অন্য ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ২-০ গোলে জিতেছে তুরস্কের বিপক্ষে। শীর্ষে তাই যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া।

'ই' গ্রুপএই গ্রুপের শীর্ষে কুরাসাওকে ৭-১ গোলে হারানো জার্মানি। দুইয়ে থাকা আইভরিকোস্টও ইকুয়েডরকে ১-০ গোলে হারিয়েছে।

'এফ' গ্রুপতিউনিসিয়াকে ৫-১ গোলে হারিয়ে সুইডেন শীর্ষে। জাপান ও নেদারল্যান্ডস ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। তবে ফেয়ার প্লেতে এগিয়ে জাপান গ্রুপে দ্বিতীয়।

'জি' গ্রুপএই গ্রুপের দুটি ম্যাচই ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। নিউজিল্যান্ড, ইরান, বেলজিয়াম ও মিসর-সব দলই প্রথম ম্যাচ শেষে ১ পয়েন্ট করে পেয়েছে। তবে ফেয়ার প্লেতে শীর্ষে নিউজিল্যান্ড, ইরান দ্বিতীয়।

'এইচ' গ্রুপস্পেন থাকা গ্রুপটিতে এই মুহূর্তে শীর্ষে উরুগুয়ে, দুইয়ে সৌদি আরব। ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন স্পেন গোল শূন্য ড্র করেছে কেপ ভার্দের সঙ্গে। উরুগুয়ে-সৌদি আরব ম্যাচও ড্র হয়েছে, তবে ১-১ হওয়ায় তারাই শীর্ষ দুটি স্থানে।

'আই' গ্রুপনরওয়ে প্রথম ম্যাচে ইরাককে ৪-১ গোলে হারিয়ে ভালো সূচনা করেছে। ফ্রান্সও সেনেগালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। গোলে এগিয়ে নরওয়ে শীর্ষে, ফ্রান্স দ্বিতীয়।

'জে' গ্রুপআর্জেন্টিনা তাদের প্রথম ম্যাচে আলজেরিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষে আছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে অস্ট্রিয়া, তারা জর্ডানকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে।

'কে' গ্রুপ শীর্ষে আছে কলম্বিয়া। তারা উজবেকিস্তানকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে। ডিআর কঙ্গো ও পর্তুগাল ১-১ ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছে। তবে দুইয়ে ফেয়ার প্লেতে এগিয়ে ডিআর কঙ্গো দ্বিতীয়।

'এল' গ্রুপ ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ম্যাচে ক্রোয়েশিয়াকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে। গ্রুপের অন্য ম্যাচে ঘানা ১-০ গোলে হারিয়েছে পানামাকে। শীর্ষে ইংল্যান্ড, দুইয়ে ঘানা।

দ্বিতীয়ার্ধে দুরন্ত ফুটবল ইংল্যান্ডের, জোড়া গোল হ্যারি কেনের, রক্ষণের দুর্বলতায় হার ক্রোয়েশিয়ার

আট বছর আগে ক্রোয়েশিয়ার কাছে হেরে বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ডের। বুধবার রাতে ডালাসে সেই ক্রোয়েশিয়াকেই চার গোল মেরে ইংল্যান্ড বুঝিয়ে দিল, এ বার তাদের হালকা ভাবে নিলে ভুগতে হবে। দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ড যে ফুটবল খেলেছে তা রোজ দেখা গেলে বিপক্ষ দলগুলির কপালে দুঃখ আছে। তরুণ দল নিয়েও ক্রোয়েশিয়ার কপালে হারই জুটল। রক্ষণ ডোবাল তাদের।

চলতি বিশ্বকাপে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বাদে মোটামুটি সব বড় তারকা ফুটবলারই গোল করেছেন। চোখ ছিল হ্যারি কেনের দিকেও। হতাশ করলেন না ইংল্যান্ডের অধিনায়ক। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে মরসুমটা ভাল গিয়েছে তাঁর। দেশের জার্সিতেও এই ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখলেন। দু'টি গোল এল তাঁর থেকে। একটি করে গোল জুড বেলিংহ্যাম এবং মার্কাস রাশফোর্ডের।

ডালাসে প্রথমার্ধেই হয় চার গোল। দু'বার পিছিয়ে পড়েও ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে ক্রোয়েশিয়া। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ডের আগ্রাসী ফুটবলের সামনে দাঁড়াতে পারেনি তারা। আট মিনিটের মাথায় লুকা মদ্রিচ বক্সে ফাউল করেন নোনি মাদুয়েকেকে। রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। কেনের প্রয়াস ক্রোয়েশিয়া গোলকিপার ডোমিনিক লিভাকোভিচ বাঁচিয়েও দেন। তবে সেই প্রয়াস বাতিল হয়ে যায়। কারণ কেন শট মারার আগেই লিভাকোভিচ গোললাইন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। দ্বিতীয় প্রয়াসে কেন গোল করতে ভুল করেননি।এর পর খেলায় ইংল্যান্ডের দাপট ক্রমশ বাড়তে থাকে। বলের নিয়ন্ত্রণ থেকে গোল লক্ষ্য করে শট, সবেতেই তারা এগিয়ে ছিল। কিন্তু ক্রোয়েশিয়াও ছেড়ে কথা বলছিল না। থেকে থেকে আক্রমণে উঠছিল তারা। সেই আক্রমণ থেকেই দুরন্ত শটে গোল করেন মার্তিন বাতুরিনা। প্রথমে পেতার সুসিচ ধোঁকা দিয়ে মাটি ধরিয়েছিলেন জন স্টোনসকে। তাঁর নিখুঁত পাস পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে মারা জোরালো শটে গোল করেন বাতুরিনা।

পাঁচ মিনিট পরে দ্বিতীয় গোল করেন কেন। ডেক্লান রাইসের কর্নার থেকে হেডে বল জালে জড়ান। এ ক্ষেত্রেও ক্রোয়েশিয়ার রক্ষণ দায়ী। কেন এমনিতেই এরিয়াল বলে শক্তিশালী। হেডও করেন দুর্দান্ত। তা হলে তাঁকে কর্নারের সময় ফাঁকা রেখে দেওয়া হল কেন ? ইংল্যান্ডের হয়ে বিশ্বকাপে ১০টি গোল করে ফেললেন কেন। যুগ্ম ভাবে শীর্ষে গ্যারি লিনেকারের সঙ্গে। এ বার সমতা ফেরাতে সময় নেয়নি ক্রোয়েশিয়া। চার মিনিট পরে ইভান পেরিসিচের পাস থেকে গোল করেন পেতার মুসা।

দ্বিতীয়ার্ধে পুরোপুরি পাল্টে যায় ইংল্যান্ডের খেলা। যে ইংল্যান্ড প্রথমার্ধে কিছুটা সতর্ক হয়ে খেলছিল, দ্বিতীয়ার্ধে তারাই আক্রমণের ঝড় বইয়ে দেয় ক্রোয়েশিয়ার অর্ধে। বিরতির দু'মিনিট পরে গোল করেন বেলিংহ্যাম। ডান প্রান্তে বল পেয়ে একাই টেনে নিয়ে গিয়ে লিভাকোভিচকে পরাস্ত করেন তিনি। ইংল্যান্ডের ওই আগ্রাসনের সামনে দিশা খুঁজে পায়নি ক্রোয়েশিয়া। তারা ক্রমশ কুঁকড়ে যেতে থাকে। আরও কয়েকটি সুযোগ পেয়েছিল ইংল্যান্ড। কাজে লাগাতে পারলে ব্যবধান বাড়ত। ইংল্যান্ডের ওই ঝড় দীর্ঘ ক্ষণ স্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি থেকে আবার পাল্টা আক্রমণ করতে থাকে ক্রোয়েশিয়া। কিন্তু নিজেদেরই ভুলে গোল পায়নি তারা। উল্টে বেঞ্চ থেকে নেমেই গোল করেন রাশফোর্ড। বুকায়ো সাকার পাসটিও ছিল অনবদ্য।

কেন যেখানে সাফল্য পেলেন, সেখানে মদ্রিচ একেবারেই নিষ্প্রভ। তাঁকে বাধ্য হয়ে দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি তুলে নিতে হল। বুধবারের প্রথম ম্যাচে বিশ্ব দেখেছে কী ভাবে ৪১ বছরের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নিষ্প্রভ থেকেছেন। পরের ম্যাচে ৪০-এর মদ্রিচেরও একই অবস্থা হল। বয়স ছুঁয়েছে তাঁর খেলাকেও। আগের মতো দৌড়তে বা প্রতিপক্ষকে আটকাতে পারছেন না। রোনাল্ডোর মতো কি তাঁকেও পরিবর্ত হিসাবে খেলানোর সময় এসেছে?প্রথমার্ধে দু'দলই গোল করেছিল। ২-২ ফলে বিরতিতে গিয়েছিল তারা। কিন্তু বিরতির পর বদলে গেল ইংল্যান্ডের খেলা। ক্রোয়েশিয়াকে দাঁড়াতে দিল না তারা। ৪-২ গোলে চলতি বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ জিতল ইংল্যান্ড। এই জয়ের কৃতিত্ব দলের কোচ টমাস টুখেলকে দিয়েছেন অধিনায়ক হ্যারি কেন। যদিও প্রথমার্ধে মাঠেই দলের গোলরক্ষক জর্ডন পিকফোর্ডের সঙ্গে ঝগড়া হয় টুখেলের।

প্রথমার্ধে পিকফোর্ডের খেলায় খুশি ছিলেন না টুখেল। একটি পাস দিতে গিয়ে শরীরের ভারসাম্য রাখতে পারেননি পিকফোর্ড। তাতে আরও রেগে যান তিনি। সাইডলাইনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেন, "লেফ ব্যাক নয়, রাইট ব্যাককে পাস দাও।" কিন্তু পিকফোর্ড তা না শুনে লেফ ব্যাককেই পাস দেন। তিনি কোচকে বলেন, "আমার মনে হয়েছে ওকেই পাস দেওয়া উচিত।" তা শুনে টুখেল রেগে গিয়ে বলেন, "তোমার কী মনে হচ্ছে সেটা ভেবে লাভ নেই। যা বলছি সেটা করো।" পিকফোর্ড অবশ্য পাল্টা আর কিছু বলেননি। খেলা শেষে কেনের মুখে সেই টুখেলের নাম। তিনি জানিয়েছেন, বিরতিতে টুখেলের পেপ-টকে তেতে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। কেন বলেন, "দুই অর্ধে দু'রকম খেলা হয়েছে। প্রথমার্ধে আমরা খারাপ খেলিনি। কিন্তু সব সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি। প্রতিপক্ষকেও সুযোগ দিয়েছি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে অন্য রকম খেলেছি। তার কৃতিত্ব দলের কোচের। বিরতিতে উনি আমাদের পেপ-টক দেন। উনি বলেন, 'আমরা হারলেও নিজেদের খেলা খেলে হারব।

Page 3_5_7- JAGARAN111111.pmd 1 19-06-2026, 01:07

জাগরণ 19 June, 2026, Friday আগরতলা ১৯ জুন, ২০২৬ ইং, ■ ৪ আষাঢ় , ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার সরকারি বাসভবনে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ প্রভারী তথা বিধায়ক ডঃ রাজদ্বীপ রায় এক সাক্ষাতে মিলিত হন। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। এই সাক্ষাতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

দেশে পেট্রোল ডিজেল এবং এলপিজি'র মজুত পর্যাপ্ত ও সরবরাহ স্বাভাবিক : কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন: পশ্চিম এশিয়ার চলমান অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে দেশের জ্বালানি ও সামুদ্রিক পরিবহণ পরিস্থিতি নিয়ে আজ নয়াদিল্লিতে আন্তঃ মন্ত্রক ব্রিফিং এ পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে পেট্রোল, ডিজেল, এলপিজি ও প্রাকৃতিক গ্যাসের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত তিন দিনে প্রায় ১.৩৬ কোটি এলপিজি বুকিংয়ের বিপরীতে ১.৪৭ কোটি সিলিন্ডার গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। দেশের সব রিফাইনারি উচ্চ ক্ষমতায় চালু রয়েছে এবং পেট্রোল-ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুত বজায় রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, গৃহস্থালি এলপিজি, ডোমেস্টিক পিএনজি এবং সিএনজি পরিবহণ খাতে ১০০ শতাংশ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। মার্চ ২০২৬ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১০.০২ লক্ষ নতুন পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস অর্থাৎ পিএনজি সংযোগ চালু হয়েছে এবং আরও ৩.২২ লক্ষ সংযোগের পরিকাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া নতুন সংযোগের জন্য নিবন্ধন করেছেন প্রায় ৯.৯৪ লক্ষ গ্রাহক। সরকার জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে পেট্রোল ও ডিজেলের উপর আবগারি শুল্ক প্রতি লিটারে ১০ টাকা কমানো হয়েছে। একই সঙ্গে মজুতদারি ও কালোবাজারি রোধে বিভিন্ন রাজ্যে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।
এদিকে, বন্দর, জাহাজ চলাচল ও নাবিকদের নিরাপত্তা নিয়েও আশ্বস্ত করেছে কেন্দ্র। মাল্টা পতাকাবাহী এলএনজি ক্যারিয়ার 'ডিশা' ৬২,৩৭০ মেট্রিক টন তরল প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ে নিরাপদে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করেছে এবং ১৯ জুন দাহেজ বন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। তাছাড়া উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে এ পর্যন্ত ৩,৬৩৯ জন ভারতীয় নাবিকের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকার নাগরিকদের গুজবে কান না দিতে এবং অহেতুক আতঙ্কিত হয়ে জ্বালানি কেনাকাটা বা অতিরিক্ত এলপিজি বুকিং না করার আহ্বান জানিয়েছে।

রাস্তায় বসে হাতে প্লে কার্ড নিয়ে স্ত্রীকে ফিরে পেতে আর্তনাদ যুবকের

আগরতলা, ১৮ জুন : রাজধানী আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোড সংলগ্ন এলাকায় এক যুবককে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয় বলে জানা গেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অসুস্থ যুবকের নাম নয়ন দাস। তিনি রামনগর এলাকার বাসিন্দা। প্রায় পাঁচ বছর আগে রমা হরিদাস নামে এক মহিলার সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। পারিবারিক সূত্রের দাবি, কিছুদিন ধরে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি চলছিল এবং সম্প্রতি তার স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান।
তার অভিযোগ, স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও সফল হননি নয়ন দাস। এই ঘটনার জেরে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন বলে দাবি। বৃহস্পতিবার জগন্নাথ বাড়ি রোড সংলগ্ন এলাকায় তাকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তার কাছে স্ত্রীর একটি ছবিও ছিল। তার দাবি , তার স্ত্রী যেন তার কাছে ফিরে আসে। নাহলে সে আত্মহত্যা করবে বলেও হুমকি দেয়।
ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে থাকা মামলায় বেতন-পেনশন বঞ্চনার আক্ষেপ, দ্রুত নিষ্পত্তির দাবিতে সরব ত্রিপুরা জুডিশিয়াল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন

আগরতলা, ১৮ জুন: প্রায় এক দশক ধরে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন একটি মামলার কারণে ত্রিপুরার বিচার বিভাগীয় কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তরা ন্যায্য বেতন, ভাতা এবং পেনশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে আক্ষেপ করেছে ত্রিপুরা জুডিশিয়াল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (টিজেইএ)। মামলাটির দ্রুত নিষ্পত্তির দাবিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে ফের আবেদন জানানো হয়েছে।
টিজেইএ-র দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী অধস্তন বিচার বিভাগের কর্মচারীরা ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় সংশোধিত বেতন পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়ায় সংশোধিত বেতন কাঠামো, ভাতা এবং পেনশন সুবিধা কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না।
সংগঠনের সূত্রে জানা গেছে, ২০১৭ সালে ত্রিপুরা হাইকোর্টের একটি রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ অনুমতি আবেদন (এসএলপি) দাখিল করে। পরবর্তীতে সেই এসএলপি দেওয়ানী আপিলে রূপান্তরিত হলেও এখনও পর্যন্ত মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। ফলে কর্মচারীদের আর্থিক প্রাপ্যতা দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে।
টিজেইএ-র বক্তব্য, মামলাটি বিচারাধীন থাকায় বহু কর্মচারী অবসরে চলে গেছেন এবং অনেকেই অবসরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন। অথচ তারা সংশোধিত বেতন ও পেনশনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। এর ফলে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পাশাপাশি বর্তমানে কর্মরত কর্মচারীরাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।
সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মামলাটির দ্রুত শুনানির জন্য একাধিকবার আবেদন জানানো হলেও এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর অগ্রগতি হয়নি। তাই কর্মচারীদের স্বার্থে এবং দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটাতে সুপ্রিম কোর্টে মামলাটির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পুনরায় আবেদন করা হয়েছে।
ত্রিপুরা জুডিশিয়াল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের মতে, বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে এবং অবসরপ্রাপ্তদের প্রাপ্য সুবিধা প্রদান করতে মামলাটির দ্রুত নিষ্পত্তি অত্যন্ত জরুরি। সংগঠনটি আশা প্রকাশ করেছে যে, শীর্ষ আদালত শীঘ্রই বিষয়টি শুনানির জন্য গ্রহণ করবে এবং দীর্ঘদিনের এই জটিলতার অবসান ঘটবে।

১৫ দিন ধরে বিদ্যুৎহীন দুর্লভ নারায়ন এলাকা, পথ অবরোধে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন : দীর্ঘ ১৫ দিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন নলছড়ের পূর্ব দুর্লভ নারায়ন এলাকার বাসিন্দারা। অবিলম্বে বিদ্যুৎ ও পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে বৃহস্পতিবার এলাকাবাসী পথ অবরোধ কর্মসূচিতে শামিল হন।
আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, গত ১৫ দিন ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। বিষয়টি একাধিকবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বিদ্যুৎ না থাকায় এলাকায় পানীয় জলের সংকটও চরম আকার ধারণ করেছে। পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ হওয়া পানীয় জলের ওপর নির্ভরশীল বহু পরিবার বর্তমানে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে জল সরবরাহ ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। এলাকাবাসীর দাবি, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় জীবনযাপন অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে, পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আধুনিক জীবনে বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য পরিষেবা হওয়া সত্ত্বেও টানা ১৫ দিন ধরে বিদ্যুৎ না থাকা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মত প্রকাশ করেন আন্দোলনকারীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে অনেকেই বাধ্য হয়ে অপরিশোধিত জল ব্যবহার করছেন। এর ফলে জলবাহিত রোগের ঝুঁকিও বেড়ে গেছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। পথ অবরোধ কর্মসূচি থেকে আন্দোলনকারীরা প্রশাসনের কাছে দ্রুত বিদ্যুৎ ও পানীয় জল পরিষেবা পুনরুদ্ধারের দাবি জানান। একই সঙ্গে তারা হুঁশিয়ারি দেন, অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন। তবে এ বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তর বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জন্মগত হৃদরোগ জয় করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরলো ১০ মাসের ঋধিমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: জন্মগত হৃদরোগ একটি শিশুর এবং তার পরিবারের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় এবং আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পেলে সেই আঁধার কাটিয়ে আলোর মুখ দেখা সম্ভব। ধলাই জেলার কমলপুরের ছোট্ট শিশু ঋধিমান দাসের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই ঘটেছে। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তৎপরতা এবং রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের হাত ধরে ঋধিমান আজ এক নতুন জীবনের দিশা পেয়েছে।
দক্ষিণ মানিকভাণ্ডার (কমলপুর) এলাকার বাসিন্দা রাজীব দাসের ১০ মাসের ছেলে ঋধিমান দাস সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ঋধিমানের জন্ম। তার শারীরিক দুর্বলতা পরিবারের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছিল। এবছর ২৩ এপ্রিল কমলপুর আরবিএসকে মোবাইল হেলথ টিম এলাকা পরিদর্শনে গেলে শিশুটিকে স্ক্রিনিং করা হয়। টিমের অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা শিশুটির হৃৎপিণ্ডে অস্বাভাবিকতা আঁচ করেন এবং দেরি না করে তাকে উন্নত পরীক্ষার পরামর্শ দেন।
কমলপুর এম.এইচ.টি-এর তৎপরতায় পরের দিনই অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল ঋধিমানকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে ঋধিমান জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত।
জটিল এই অস্ত্রোপচারের জন্য ঋধিমানকে সুদূর চেন্নাইয়ের বিখ্যাত অ্যাপোলো চিলড্রেনস হসপিটালে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সরকারি প্রকল্পের পূর্ণ সহযোগিতায় সমস্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা হয়। গত ৩০ মে তারিখে চেন্নাইয়ের দক্ষ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ঋধিমানের সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। অস্ত্রোপচারের পর কয়েকদিন নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকার পর শিশুটি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ঋধিমান এখন সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত এবং তার হার্ট স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে।
ঋধিমানের বাবা রাজীব দাস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কমলপুর আরবিএসকে টিম এবং ধলাই জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনকে। ঋধিমানের এই সুস্থতা কেবল একটি সফল চিকিৎসা নয়, বরং এটি ধলাই জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের দায়বদ্ধতা ও সফল সমন্বয়ের এক অনন্য উদাহরণ। কমলপুর আরবিএসকে টিমের সঠিক সময়ে নেওয়া পদক্ষেপ একটি অমূল্য জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছে।

বিশালগড়ে বন দপ্তরের বড়সড় অভিযান, গভীর জঙ্গল থেকে উদ্ধার অবৈধ কাঠ চেরাই মিল ও জেনারেটর

বিশালগড়, ১৮ জুন : বনজ সম্পদ পাচার ও অবৈধ কাঠ চেরাই কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড় সাফল্য পেল বন দপ্তর। বিশালগড় মহকুমা বন আধিকারিক ঈশান লালের নেতৃত্বে পরিচালিত এক বিশেষ অভিযানে পুরাথল রাজনগর এলাকার গভীর জঙ্গল থেকে একটি অবৈধ কাঠ চেরাই মিল এবং একটি জেনারেটর উদ্ধার করা হয়েছে।
বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বন কর্মীরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় অভিযান চালান। অভিযানের সময় জঙ্গলে সক্রিয় বন দস্যুদের উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করা হলে তারা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়।
পরবর্তীতে বন কর্মীরা জঙ্গলের ভেতরে অবৈধভাবে পরিচালিত একটি কাঠ চেরাই মিল এবং একটি জেনারেটর উদ্ধার করে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেন। উদ্ধার হওয়া সরঞ্জামগুলি চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ফরেস্টার বিজয় ঘোষ জানান, উদ্ধার হওয়া কাঠ চেরাই মিল ও জেনারেটরের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, বনাঞ্চলে অবৈধ কর্মকাণ্ড রোধে বন দপ্তর নিয়মিত নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে এবং বনজ সম্পদ পাচারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান অব্যাহত থাকবে।
বন দপ্তরের এই সফল অভিযানের ফলে এলাকায় অবৈধ কাঠ চেরাই চক্রের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে। বিপুল মূল্যের সরঞ্জাম উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

পুরভোটের আগে বেহাল রাস্তা ঘিরে ক্ষোভ, চন্দ্রপুর জামতলা মধ্যপাড়ায় সংস্কারের দাবিতে সরব বাসিন্দারা

আগরতলা, ১৮ জুন : আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। তার আগেই ১০ নম্বর ওয়ার্ডের চন্দ্রপুর জামতলা মধ্যপাড়া এলাকার বেহাল রাস্তা ঘিরে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সংস্কার না হওয়ায় প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে বলে অভিযোগ উঠেছে।
স্থানীয়দের দাবি, গত পাঁচ বছরে একাধিকবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধির নজরে আনা হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। ফলে বর্ষার সময় রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। কাদা, গর্ত এবং জলাবদ্ধতার কারণে সাধারণ মানুষের চলাচল অত্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর সোমা মজুমদারের কাছে বারবার রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অভিযোগকারীদের দাবি, সমস্যার কথা জানালে সন্তোষজনক উত্তরও মেলেনি।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বেহাল রাস্তার কারণে প্রতিদিন স্কুল-কলেজগামী পড়ুয়া, বয়স্ক মানুষ, কর্মজীবী নাগরিক এবং যানবাহন চালকদের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জরুরি প্রয়োজনে যাতায়াত করাও কঠিন হয়ে পড়েছে।
দল-মত নির্বিশেষে এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এই রাস্তার উন্নয়নে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া না হলে জনঅসন্তোষ আরও বাড়তে পারে।
স্থানীয়দের একাংশের মতে, আসন্ন পুর নিগম নির্বাচনে এই সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠতে পারে। তবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেটরের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এলাকাবাসীর দাবি, জনস্বার্থে প্রশাসন ও পুর কর্তৃপক্ষ দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাটি পরিদর্শন করে জরুরি ভিত্তিতে সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

মরণফাঁদে পরিণত মাটিয়া এলাকার রাস্তা, দ্রুত সংস্কারের দাবিতে হুঙ্কার স্থানীয়দের

আগরতলা, ১৮ জুন : ১ নং সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হেজামারা ব্লকের মাটিয়া এলাকার মানুষের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে সংস্কারের অভাবে রাস্তাটি বিভিন্ন স্থানে ভেঙে গিয়ে কার্যত মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। অথচ নতুন রাস্তা নির্মাণ কিংবা বিদ্যমান রাস্তার মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।
এলাকাবাসীর দাবি, এই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন স্কুল, কলেজ, হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে যাতায়াত করতে হয়। ভাঙাচোরা রাস্তার কারণে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা।
স্থানীয়দের আশঙ্কা, অগ্নিকাণ্ড বা অন্য কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দমকল বাহিনীর গাড়ি কিংবা জরুরি পরিষেবার যানবাহন এই রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ফলে যে কোনও সময় বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন এলাকার বাসিন্দারা।
সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার কথা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওয়ার্ক অর্ডার বদলে রাস্তার গতিপথ ঘোরানোর অভিযোগ

আগরতলা, ১৮ জুন: বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বামুটিয়া ব্লকের পশ্চিম বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গুটিয়া গ্রামের দক্ষিণ রাঙ্গুটিয়া এলাকায় নতুন রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পিডব্লিউডি-র অনুমোদিত ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী রাস্তা নির্মাণ না করে শাসকদল ঘনিষ্ঠ কয়েকজন স্থানীয় নেতার সুবিধার্থে রাস্তার গতিপথ পরিবর্তনের চেষ্টা করা হচ্ছে।
অভিযোগ অনুযায়ী, আকালী মণ্ডলের বাড়ির সামনে থেকে অচলমনি বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত একটি নতুন রাস্তা নির্মাণের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে রাস্তা নির্মাণ না করে কয়েকজন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজেদের বাড়ি ও জমির সুবিধার কথা মাথায় রেখে রাস্তার মোড় ঘুরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই ওই বিকল্প পথে মাটি ফেলার কাজও শুরু হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের।
বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারা এর প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী রাস্তা নির্মাণের দাবি তোলেন। মঙ্গলবার স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এলাকার বিধায়ক। তিনি রাস্তার নির্ধারিত নকশা ও ওয়ার্ক অর্ডার অনুসারে কাজ সম্পন্ন করার দাবি জানান।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, জনস্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে রাস্তার গতিপথ পরিবর্তনের চেষ্টা করা হচ্ছে, যা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। তারা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।
তবে এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

টিটিএএডিসি শিক্ষা বিভাগের ইএম-এর কাছে ৬ দফা দাবিতে ডেপুটেশন টিএসইউ-এর

আগরতলা, ১৮ জুন: শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়ন সহ ৬ দফা দাবিতে টিটিএএডিসি-র শিক্ষা বিভাগের এক্সিকিউটিভ মেম্বার (ইএম) সি. কে. জমাতিয়ার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে টুইপ্রা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (টিএসইউ)। স্মারকলিপিতে টিএসইউ-এর পক্ষ থেকে টিটিএএডিসি এলাকার বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয়। সংগঠনের দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, সকল বিদ্যালয়ে বিদ্যমান একক-শিক্ষক সমস্যার সমাধানের জন্য দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ, টিটিএএডিসি এলাকায় একটি ডি.এল.এড এবং একটি বি.এড কলেজ স্থাপন, খুমুলুঙ ডিগ্রি কলেজে ককবরক, বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা, শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিভিন্ন রুটে বাস পরিষেবা চালু করা, খুমুলুঙ এলাকার কলেজগুলির জন্য একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং জামপুইজলা ও মান্দাই এলাকায় নতুন কলেজ স্থাপন।
স্মারকলিপি প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে টিএসইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা বলেন, টিটিএএডিসি প্রশাসনের অধীনে মোট ১,৬৩৩টি বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয় একক-শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যা শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা বিভাগের এক্সিকিউটিভ মেম্বারের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১০০টি বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতী বি.এড ও ডি.এল.এড ডিগ্রি অর্জন করেও চাকরির অপেক্ষায় রয়েছেন। দ্রুত শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে একদিকে যেমন বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক সংকট দূর হবে, অন্যদিকে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। টিএসইউ-এর দাবি, টিটিএএডিসি এলাকায় ডি.এল.এড ও বি.এড কলেজ স্থাপন এখন সময়ের দাবি। বর্তমানে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের রাজ্যের বাইরে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে যেতে হচ্ছে। এতে তাদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই শিক্ষার্থীদের স্বার্থে দ্রুত এই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়।
সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শিক্ষা বিভাগের এক্সিকিউটিভ মেম্বারের কাছে ৬ দফা দাবির বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন টিএসইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সুজিত ত্রিপুরা, সচিবালয় সদস্য কমরেড অঙ্কিত মুরাসিং, কমরেড বখরুই দেববর্মা এবং সিসিএম কমরেড বিশাল দেববর্মা।

উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে রাজ্যপালের সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন: আজ নয়াদিল্লিতে উপরাষ্ট্রপতি ভবনে উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণাণের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডিড নাল্লু।

তৃণমূল স্তরের প্রশাসনিক পর্যালোচনায় ডুকলি ব্লকে পশ্চিম জেলার জেলাশাসকের পরিদর্শন

আগরতলা, ১৮ জুন : তৃণমূল স্তরে প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করে তুলতে বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. বিশাল কুমার ডুকলি আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত ঈশানচন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পরিদর্শন করেন। সকাল ৮টায় শুরু হওয়া এই পরিদর্শনে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।
পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এলাকায় চলমান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করা এবং গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়নের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা। এ সময় জেলাশাসক স্থানীয় বাসিন্দা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। পাশাপাশি জনসেবামূলক পরিষেবার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং যেসব ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ প্রয়োজন, সেগুলি চিহ্নিত করেন। পরিদর্শনকালে পরিকাঠামোর উন্নয়ন, মৌলিক নাগরিক পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এলাকাবাসীর উত্থাপিত সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন জেলাশাসক।
জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিআরপিএফের বিরুদ্ধে হামলা ও অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ, তদন্তের দাবি জেলা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ জুন : আগরতলায় কংগ্রেসের সাম্প্রতিক আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা এবং মহিলা কর্মীদের প্রতি অশালীন আচরণের অভিযোগ তুলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলীয় নেতৃত্ব অভিযোগ করে, গত ১৫ জুন আগরতলায় অনুষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মিছিলে সিআরপিএফ-এর এক কমান্ড্যান্টের নির্দেশে কংগ্রেস কর্মীদের উপর নৃশংস হামলা চালানো হয়।
জানা গেছে, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস-সহ পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে ওইদিন কংগ্রেসের উদ্যোগে সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত কর্মসূচিতে অযৌক্তিক ও বলপ্রয়োগমূলক হস্তক্ষেপ করা হয়, যার ফলে শতাধিক কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থক আহত হন।
সাংবাদিক সম্মেলনে আরও অভিযোগ করা হয়, মিছিলে অংশগ্রহণকারী মহিলা কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশে কুরুচিকর ও আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়েছে, যা নারীর মর্যাদা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর সরাসরি আঘাত। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে জেলা কংগ্রেস অভিযুক্ত সিআরপিএফ কমান্ড্যান্টের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়। পাশাপাশি, ঘটনার নিরপেক্ষ ও উচ্চস্তরের তদন্তের দাবিও জানানো হয়।
কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তারা অভিযোগ করেন, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর এ ধরনের হামলা দেশের সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনাকে ক্ষুণ্ণ করছে।
নেতৃত্ব আরও হুঁশিয়ারি দিয়ে জানায়, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রশাসনকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যথায় গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবে কংগ্রেস।
এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস সভাপতি নিরুপম দে, পানিসাগর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সুকেন্দু ভট্টাচার্য, সিটি কংগ্রেস সভাপতি বিধান দে, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি জয়দীপ নাথ, কর্মচারী নেতা দিলীপ দে, প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা শেলি সিনহা-সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 19-06-2026, 00:57